রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ – ১০ শ্রাবণ, ১৪২৬ ঃ ২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 39, 20 July -26 July, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বিভিন্ন জেলা সভাপতিদের নিয়ে এবার বৈঠক করলেন তৃণমূলের নবনিযুক্ত গ্রুমার প্রশান্ত কিশোর। পাশে ছিলেন দলের নম্বর-২ হিসেবে পরিচিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফলের প্রেক্ষিতেই পিকে'র আবির্ভাব ঘটেছে রাজ্য রাজনীতির মঞ্চে। যাকে ঘিরে আশাবাদী শাসক দল।

রবিবার: কলকাতা মেট্রো রেলের কালাদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ১৩ জুলাই। ভিড় ঠাসা মেট্রোতে উঠতে গিয়ে হাত আটকে যায় সজলকুমার কাঞ্জিলাল নামক এক প্রৌঢ়ের। কিন্তু সিস্টেম কাজ না করায় ওই অবস্থাতেই ট্রেন চলতে শুরু করে। কিছুটা গিয়ে ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় ওই ভদ্রলোকের। মেট্রোর এই ঘটনায় শঙ্কিত শহরবাসী।

সোমবার: ৪৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতল ইংল্যান্ড। রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল টাই হওয়ার পর সুপার ওভারেও ফোটো ফিনিশ জয় পেল ইংরেজরা। যা নিয়ে সারা দুনিয়া জুড়ে উঠেছে হিল্লোল।

মঙ্গলবার: প্রযুক্তিগত বিভ্রাটের জেরে দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান থেকে আপাতত পিছু হঠল ভারতীয় বাহুবলী। কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য তা মেরামত হয়ে গন্তব্য চন্দ্রের পথে রওনা হবে বলে ধারনা বিশেষজ্ঞদের।

বুধবার: সংসদে অনিয়মিত হাজিরা নিয়ে দলীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের ভৎর্সনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুঝিয়ে দিলেন তাঁর সরকারের চলার পথে শৃঙ্খলাই বড় কথা। এও বললেন, সবাইকে ঠিক করতে জানেন তিনি।

বৃহস্পতিবার: তিনি যে কোনও রাজনীতির সঙ্গেই থাকতে চান না, তা সাফ জানিয়ে দিলেন বাংলার প্রথিতযশা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে ওড়ালেন তাঁর বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গও। বাংলার ডাকসাইটে অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ও জানালেন তিনি সিপিএমেই ছিলেন, সিপিএমেই থাকবেন।

শুক্রবার: অবশেষে বিধাননগরের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সব্যসাচী দত্ত। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে তা নিয়ে এখন জল্পনা চলছে সর্বত্র। বিজেপি যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

চেনা ছকে ক্লান্ত বাঙালি

ওঁকার মিত্র : উনিশশো বাহাত্তরের ১৮ বছরের কিশোরের আজ ৬৫ বছরের প্রৌঢ়। ২৫ বছর যুবকের বয়স ২০১৯-এ ৭২। প্রজন্মের পরিবর্তন হলেও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭-এর কংগ্রেসী সন্ত্রাস আজও বাঙালির মর্মে মর্মে গাঁথা হয়ে আছে। দেশভাগ, বেকারত্ব, খাদ্য সংকট সহ শত সমস্যায় ভোগা বাঙালি সেদিন শুধু সন্ত্রাস আর রক্তের রাজনীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পরিবর্তনকে আঁকড়ে ধরেছিল। পরিবর্তন ঘটেছিল কেন্দ্রেও। ইন্দিরাজিকে পর্যুদস্ত করে দিল্লিতে এসেছিল জনতা দলের সরকার। বাংলায় তাদেরই দোসর বামপন্থীরা দখল করল ক্ষমতা। ঘটনাবহুল ৩৪ বছর যখন ফুরোলো তখনও সন্ত্রাস পিছু ছাড়েনি বাঙালির। ২০১১ সালে সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ফের রাজনৈতিক পরিবর্তনে ফিরতে হল বাঙালিকে। সঙ্গে পিছিয়ে পড়া রাজ্যের তকমা। ঘুরে দাঁড়াতে চায় বাঙালি, কাজ চায় বাঙালি, শান্তি চায় বাঙালি, ফিরে পেতে চায় নিজের সংস্কৃতি, পুরনো গরিমা। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতায় বাঙালি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। এবারেও চাওয়া পাওয়ার ফারাক ঘুচল না। মাত্র আট বছরেই ফেটে গেল আশার বেলুন। ফুটে বেরোচ্ছে ৪২ বছরের দগদগে ঘা। অনুপ্রবেশ, অস্ত্র কারখানা, জঙ্গিদের দাপাদাপি, ধর্মবিভেদ, খুন, রক্তপাতে মাটি সরে যেতে বসেছে বাঙালির পায়ের তলা থেকে।

গত লোকসভার ফল বলছে ফের পরিবর্তনের মুডে বাঙালি। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, দাদাগিরি আর কাটমানিতে অতিষ্ট বাঙালি আঁকড়ে ধরতে চাইছে গেরুয়া ঝান্ডা। ভিড় বেড়েছে মুরলীধর লেনে। এই সুযোগে এতদিন মূলত হিন্দি বলয়ের কট্টর হিন্দুত্ববাদী দল হিসাবে পরিচিত ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারাও উঠে পড়ে লেগেছেন বাংলা দখলে। দলের সর্বোচ্চ নেতা অমিত শাহ ও পোস্টার বয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও 'টার্গেট বাংলা'। ইতিমধ্যে এই টার্গেটকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন তারা। তবে নির্বাচনের পর যেভাবে ছাঁকনি ছাড়াই দলবদল শুরু হয়েছে তাতে বাঙালি কার্যত হতাশ। সেলিব্রিটি থেকে সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদ থেকে বুদ্ধিজীবী বিনাবিচারে বিজেপিতে আগমন শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে লোক ভাঙিয়ে শাসক দলকে দুর্বল করলেই বাংলা দখল সম্ভব। বাঙালি ঘর পোড়া গরু। তৃণমূল কংগ্রেসের একই জুতোতে পা গলালে ভুগতে হবে বিজেপিকে। আর নয়। বাঙালি এবার আয়ারাম গয়ারামের রাজত্ব ছেড়ে উন্নয়নের মূল স্রোতে ফিরতে চায়। সেই জোয়ারের সন্ধান দিতে হবে বিজেপিকে। বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব মোচন, শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করতে হবে বাংলার বিজেপি নেতাদের।

দলবদল আর এলাকা দখল। চেনা রাজনীতির পথে হাঁটতে গিয়ে ইতিমধ্যেই হোঁচট খাচ্ছে বিজেপি। শুরু হয়েছে আদি বিজেপি ও দলবদলু বিজেপির সংঘাত। আশঙ্কা বাড়ছে আগামি বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট বন্টন নিয়ে দলবদলুরাই কি দখল করবে টিকিটের সিংহভাগ? বিজেপির জাতীয়তাবাদী লবি কি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে দলবদলের সমীকরণে? বিজেপি নেতারা অবশ্য বলছেন মা ভৈ। যাকে যেখানে রাখার সেখানেই রাখা হবে। কিন্তু মণিরুল নিয়ে অস্বস্তি কেন? জনপ্রিয় অভিনেত্রীও মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অভিনেতা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়ের দলবদল নিয়ে গুজব রটানো কেন? দলে ডেকে আনা আর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে আসার তফাত অনেক। গত বৃহস্পতিবারের ব্লক স্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচি প্রমাণ দিল দলবদল নিয়ে যতই হৈ চৈ হোক না কেন ব্লক স্তরে বিজেপির সংগঠন এখনও দুর্বল যা চাঙ্গা করাই আগামী নির্বাচনে সফলতার সোপান।

বাংলার চলমান রাজনীতিতে বিজেপির পা বাড়ানোয় সিঁদুরে মেঘ দেখছে বাঙালি। চেনা আত্মঘাতি পথ ছেড়ে জাতীয়তাবাদ, উন্নয়নে ফিরতে মরিয়া বাঙালি। বিজেপি কি পারবে সেই পথ রচনা করতে? উত্তরের আশায় ক্ষতবিক্ষত পিছিয়ে পড়া বাংলার মানুষ।

আর রাজনীতি নয় : মাধবী

প্রিয়ম গুহ: বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে কিংবদন্তী অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দিলেন তিনি কোনও রাজনৈতিক

দলেই সামিল হচ্ছেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন তাঁর কাছে দুজন বঙ্গীয় পরিষদের পক্ষ থেকে এসেছিল। তাঁরা দুঃস্থ শিল্পী এবং টেকনিসিয়ানদের বিভিন্ন সাহায্যের কথা জানান। তাই তিনি বেশ আনন্দিত হয়েই তাতে সই করেছিলেন। এ বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন তিনি নিজে ১৯ জন শিল্পী এবং টেকনিসিয়ানের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই নিয়েছেন, একাই সে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির ডেপুটেশন কর্মসূচি

দক্ষিণে দুর্বলতা অজুহাত সন্ত্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ জুলাই সারা রাজ্যের বিডিও দফতরে ভারতীয় জনতা পার্টির ডেপুটেশনের কর্মসূচি ছিল। মূলত শাসক দলের দুর্নীতি,কাটমানি ফেরৎ, কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয় ছিল ডেপুটেশনের মূল উপপাদ্য। সারা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচি অন্য মাত্রা পেলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার (পশ্চিম) বিভিন্ন ব্লকে কার্যতঃ ফ্লপ হয়। সেই অর্থে কোনও প্রচার ও জনসংযোগের বার্তা ছিল না জেলা বিজেপির। রাজনীতি মহলের ধারণা দুর্বল সংগঠনের কারণেই বিজেপির এই হাল। যেমন দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ-২ নম্বর ব্লকে সকাল থেকেই প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন ছিল। কিন্তু সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত বিজেপির কোনও নেতা-কর্মী এই ব্লকে ডেপুটেশন দিতে আসেননি। যদিও বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিজেপির সভাপতি গৌতম প্রামাণিক বলেন, আমরা পাঁচজন প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিয়েছি। প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, কেন মাস ডেপুটেশন হল না? গৌতম বাবু বলেন, শাসক দলের সন্ত্রাসের কারণে করা যায়নি। আমরা নিঃশব্দে বিপ্লব করব। যদিও বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস প্রতিবেদককে জানান, আমার কাছে কেউ ডেপুটেশন দিতে আসেননি। বিজেপি জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস (ববি) স্বীকার করেন সন্ত্রাসের কারণে বজবজ-১, বজবজ-২ ডায়মন্ড হারবার-১ নম্বর ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া যায় নি। তাহলে গৌতম প্রামাণিক কি মিথ্যে কথা বললেন? সে ব্যাপারে অভিজিৎ বাবু জানান, আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি। এরপর পাঁচের পাতায়

৪ কোটির বন্ধ 'কর্মতীর্থ' এক বছরেই ভেঙে পড়ছে

কুনাল মালিক ● বজবজ

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বজবজ-২ নম্বর ব্লকে কৃষি দফতরের সামনে তড়িঘড়ি করে উদ্বোধন হয় 'কর্মতীর্থ'। প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত চারতলার এই ভবনটিতে মোট ৮০টি দোকান ঘর আছে। নীল-সাদা রঙে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ভবনটি। নীচের তলায় মোট ১৯টি ঘর বন্টন করা হয় বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকার উপভোক্তাদের (আবেদনের ভিত্তিতে)। বাৎসরিক ভাড়া ৫০০ টাকা। বছর খানেক হতে চললো এই কর্মতীর্থ আদৌ সে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। ১৯ জনের মধ্যে মাত্র ৪-৫টি দোকান খোলা হয়, তাও অনিয়মিত। বাকি ঘরগুলি এখন বিলি বন্টন হয়নি। সম্প্রতি ওই ভবনটিতে গিয়ে চোখে পড়ল একটি মাত্র পেন তৈরির দোকান খোলা আছে। কর্মতীর্থ নামে যে গ্লোসাইন বোর্ড ছিল, সেটিও খুলে পড়ে গিয়েছে। এ ভবনের একটি দোকানের কর্মচারী বললেন, এখানে কোনও গার্ড নেই, অনেক বাচ্ছা ছেলে ঢুকে পড়ে, ওপরে উঠে যায়। তাছাড়া ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল গত ৫ জুন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নজরে আসে মাত্র দেড় বছরেই ভবনটিতে বিভিন্ন জায়গায় চিড় দেখা দিয়েছে। সূত্রের খবর বিডিও নবকুমার দাস বিষয়টি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) এবং ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত এই ভবনটি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। সেই সময় ব্লকের বিডিও ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ হালদার এবং সমিতির সভাপতি ছিলেন স্বপনকুমার রায়। ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর বর্তমান বিডিও নবকুমার দাস ইতিমধ্যেই ব্লকের আইডিওর মাধ্যমে যারা ঘর পেয়েও কোনও ব্যবসা করছেন না তাদের নোটিশ পাঠিয়ে কারন দর্শাতে বলেছেন। প্রয়োজনে তদের বাতিল করা হতে পারে। বাকি ঘর গুলো জেলা প্রশাসন আদেশ দিলেই বিলিবন্টন করা হবে।

সূত্রের খবর ভবনটিতে যে চিড় দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে ব্লক প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি কোনও মন্তব্য করতে পারব না। বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, আমি এবং সভাপতি (রীতা মিত্র) বিষয়টি বিডিওকে জানিয়েছি। জেলা প্রশাসনের উচিত যে এজেন্সি বা কন্ট্রাকটর ওই ভবন নির্মাণ করেছে, তাকে চিহ্নিত করে বিষয়টি তদন্ত করা। ভবনে চিড় বা ফাটল ধরা না পড়লে, এতদিনে অন্য ঘরগুলি বন্টন হয়ে যেতো। তবে খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে। আলিপুর সদর মহকুমা শাসক সামিরুল আলম বলেন আমি বিষয়টা জানিনা। তবে বিডিও এবং অতিরিক্ত জেলা শাসকের (জেলা পরিষদ) সঙ্গে এব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখছি। প্রসঙ্গত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী যখন গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই কর্মতীর্থ প্রকল্প চালু করেছেন। সেখানে একশ্রেণির আমলা ও জনপ্রতিনিধিদের গাফিলতিতে ও তৎপরতার অভাবে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হলেও বাস্তবে সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

পথঅবরোধে দাবি

সাইকেল চাই না, ভালো রাস্তা চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলার ইটখোলা মোড় থেকে তেঁতুলতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। সাইকেল, ভ্যান রিক্সা তো দূরঅস্ত, হেঁটে যাতায়াত করাও দুস্কর। বর্ষায় চলাচল নরক যন্ত্রণার সমান। একাধিকবার প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি মিললেও রাস্তা মেরামতির কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

বিগত বছরও বর্ষার আগে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে একাধিক দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন করেছিলেন পড়ুয়া থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষজন। ক্যানিং ১ বিডিও ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক একমাসের মধ্যে রাস্তা সারাইয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর পার হয়ে গেলেও রাস্তার হাল ফেরেনি। উল্টে আরও বেশি করে খানা-খন্দে ভরে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে এই রাস্তা। প্রতিদিন স্থানীয় কয়েক হাজার মানুষ সহ এলাকার দুটি স্কুলের প্রায় তিন হাজার পড়ুয়া এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। আমতলা মতিরাম হাইস্কুল ও আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকশো পড়ুয়া স্কুলের গেটে তালা মেরে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে পথঅবরোধে সামিল হল এবারও। তাদের সঙ্গে অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজনও যোগ দেন। স্কুল পড়ুয়া রাকেশ মণ্ডল, রুকসানা গাজী, লতিফ মোল্ল্যা, মেহেরুন সরদার'রা বলে, আমাদের সবুজ সাথীর সাইকেল চাই না, রাস্তা আগে ঠিক করে দেওয়া হোক। রাস্তা না থাকলে সাইকেল চালাবো কোথায়?

দেশ জুড়ে পাইপ লাইনে প্রাকৃতিক গ্যাস

পিআইবি: গ্রামে গ্রামে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিয়ে মহিলাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে নরেন্দ্র মোদির উজালা যোজনা। বিশ্লেষকদের মতে গত লোকসভা নির্বাচনে এর সুফল পেয়েছে বিজেপি। এবার ভারতের ঘরে ঘরে প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে দ্বিতীয় বারের মোদি সরকার। দেশের নগরগুলিতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহের দাবি দীর্ঘদিনের। একসময় কলকাতায় ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমেই সরবরাহ হত গ্যাস। অবশ্য তা ছিল নিতান্তই অল্প সংখ্যক বাড়ি এবং কারখানাগুলিতে। কালে কালে ব্রিটিশ আমলের সেই পাইপ লাইন বন্ধ হয়ে গিয়েছে দীর্ঘদিন অথচ বাড়ি বাড়ি গ্যাসের চাহিদা বেড়েছে বই কমেনি।

পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ন্ত্রক বোর্ড (পিএমজিআরবি) ভৌগলিক এলাকার (জিএএস) ভিত্তিতে নগর গ্যাস বন্টন (সিজিডি) ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছে। এই বোর্ড ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৪০৬টি জেলার ২২৮টি ভৌগলিক এলাকায় দশম নগর গ্যাস বন্টন সংক্রান্ত নিলামের বিষয়টি অনুমোদন করেছে।

এই নিলামের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যে এলাকাগুলি রয়েছে সেগুলি হল, কলকাতা পুরসংস্থা এবং তার সংলগ্ন জেলা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর। এছাড়াও হুগলি, হাওড়া, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাও রয়েছে। এই জেলাগুলির যে জায়গা আগে থেকেই নিলামের জন্য চিহ্নিত হয়েছে সেই এলাকাগুলি ছাড়া বাকি জায়গায় এই নগর গ্যাস বন্টন নিলাম হবে। রাজ্যভায় গত বৃহস্পতিবার এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।

বৃষ্টির আকাল, চাষ শুরুই হল না জেলায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বর্ষা কালেই এক ফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। যার জন্য সরাসরি প্রভাব পড়তে চলেছে ধান চাষের ক্ষেতে। যেখানে অন্যান্য বছরগুলোতে এই সময়ে প্রায় অর্ধেক চাষের জমিতে ধান রোয়ার কাজ (ধান গাছ পোঁতা) শুরু হয়ে যেত সেখানে এখনো পর্যন্ত শুধুমাত্র বৃষ্টির না হওয়ার কারণেই তা শুরু করতে পারল না দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষকরা। স্বাভাবিকভাবেই এই কারণেই এবার ধান চাষ করা নিয়ে ব্যাপক দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন কৃষকরা। জমিতে অনেকেই বীজতলা তৈরীর করেছিলেন সঠিক সময়ে কিন্তু সেই বীজতলাও জলের অভাবে শুকিয়ে যেতে বসেছে। মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে এক ফসলি ধান চাষ হয়। এক্ষেত্রে কৃষকরা নির্ভর করে থাকেন বর্ষার বৃষ্টির জলের ওপরেই। এবার শুধুমাত্র প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কারণে এই বৃষ্টির অকাল দেখা দিয়েছে এই জেলাতে। যার ফলস্বরূপ কৃষকরা চাষের জন্য মানসিক প্রস্তুত থাকলেও জলের অভাবে তা করতে পারছে না এই জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গোসাবা,বাসন্তী, কানিং, জীবনতলা, বারুইপুর, জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর, মগরাহাট সহ বিভিন্ন ব্লক এলাকায় প্রতি বছর তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ করা হয়।সেই চাষের জমির দশ শতাংশর মধ্যে এক শতাংশ জমিতে ধান চাষের জন্য বীজতলা তৈরির কাজে ব্যবহার করেন কৃষকরা। চলতি মাসের শুরুর দিকে নিম্নচাপের জেরে দু-একদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হওয়ার পরে কৃষকরা তাঁদের বীজতলা তৈরি করে ফেলে বিপদের মুখে প।ছেন। তার পর থেকে লাগাতার বৃষ্টির অকাল দেখা দিয়েছে এই জেলা জুড়ে। একে বৃষ্টি নেই তার ওপর রোদের তাপে ক্রমশ সেই ধান গাছের বীজতলা শুকিয়ে যেতে যাচ্ছে দিনে দিনে।প্রখর রৌদ্রের তাপে মাঠ ফুটিফাটা।এই অবস্থায় মাথায় হাত কৃষকদের। কৃষি দপ্তরের রেকর্ড অনুযায়ী সাধারণত ১৫ জুলাই থেকে ১৫ আগষ্টের মধ্যে জমিতে ধান গাছের বীজ রোয়ার কাজ শেষ হয়।

শুরু থেকে ধরলে এই সময়ের মধ্যেই প্রায় ২৫ থেকে ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে ধান গাছ রোয়াও হয়ে যায় অন্যান্য বছরে।অনাবৃষ্টির জন্য এবার তা সম্ভব হয়নি বৃষ্টির জল জমিতে না থাকায়। রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছেন প্রত্যেকেই। এখন যদি সঠিক সময়ে সেই ধান চাষ করা সম্ভব হতো তাহলে নভেম্বর মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে নতুন সেই ধান মাঠ থেকে তুলতে পারতেন কৃষকরা। কিন্তু কবে বৃষ্টি হবে তার ওপরই নির্ভর করছে পুরো আমন ধান চাষের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এমনিতে জেলার প্রান্তিক এলাকার কৃষকরা এই বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের ওপর নির্ভর করে চাষবাস করে থাকেন। আবার অনেকে মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে ধান চাষ করেন। যাতে সেই ধান বিক্রি করে নিজের সংসার চালানোর পাশাপাশি ঋণ পরিশোধ করে থাকেন।সেই হিসাব এবার ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে অনাবৃষ্টির জন্য। বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীখালি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক আজিজুর রহমান সেখ(বাবলু)নিজেদের বিঘা পাঁচেক জমিতে তিন সপ্তাহ আগে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করে বীজতলা করেছিলেন। কিন্তু জলের অভাবে সেই বীজতলা ক্রমশ শুকিয়ে গিয়ে মারা গেছে। আর সেই কারণে ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছেন আজিজুর রহমান সেখের মতো অসিত মন্ডল, নব সরদার, রতন সরদারের মতো অন্যান্য কৃষকরাও। তিনি বলেন, বর্ষার বৃষ্টির জলকে ব্যবহার করে আমন ধান চাষ করে আমাদের সংসার চলে। এছাড়া চাষ করা ধান বিক্রি করে সারা বছর ধরে রোগের চিকিৎসা থেকে সব কিছুই করতে হয়। কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয় তাহলে চাষও হবে না! সমস্ত বীজতলা শুকিয়ে মারা গেছে। তারপর ক্ষতির মুখে পড়তে হবে আমাদের মতন অন্যান্য গরীব প্রান্তিক কৃষকদেরকে। এরপর পাঁচের পাতায়

মৌসুমি এলোমেলো

দক্ষিণ জ্বলছে উত্তর ভাসছে

শক্তিভূষণ সরকার : দক্ষিণ জ্বলছে বলেই উত্তর ভাসছে। দক্ষিণে বর্ষার বৃষ্টি না নামায় ওই জল হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলকে অতিরিক্ত জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলের কাছাকাছি কিছু অঞ্চল বৃষ্টি পেলেও দক্ষিণবঙ্গ বৃষ্টি তেমন না পেয়ে খরায় জ্বলছে। আষাঢ়ের পশলা এবং শ্রাবণের ধারা বৃষ্টি ইতিহাসের পাতায় শোভা পাবে। বাস্তবে আমরা আর পাব না। মরু চাষের জন্য মৌসুমীর অপমৃত্যু হয়েছে। নির্ধরিত সময়ের নির্ধারিত আবহাওয়া আমরা আর পাব না। বাংলার ছয় ঋতু শুধু গল্প গাঁথায় লেখা হয়ে থাকবে। মৌসুমীর গতিপথ দেখলে দেখা যায় কেরল থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ বেয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় ধাক্কা খেয়ে হিমালয়ের দিকে বেঁকে তরাইয়ের ঢাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে রাজস্থানে গিয়ে শেষ হয়। রাজস্থানে যেন লাটাইয়ের মত টেনে টেনে মৌসুমীকে তাদের বুকে টেনে নেয়।

বস্তুত, রাজস্থানের মরুভূমি আত্যন্তিক গরমে তপ্ত হয়ে ক্রমাগত বাতাস গরম করে বাতাস ঠেলে উপড়ে তুলে যে শূন্যতা (L) তৈরি করে তার টানেই কোটি কোটি গ্যালন জল নিয়ে মেঘেরা সদলবলে বজ্রের বাঁশি বাজিয়ে বিদ্যুতের মশাল জ্বালিয়ে হু হু করে ছোটে। রবীন্দ্রনাথ এই দেখেই গান গেয়েছেন 'বজ্র মানিক দিয়ে গাঁথা...'। কেরল থেকে মৌসুমীর বৃষ্টির সূচনা হয়ে বৃষ্টি দিতে দিতে বর্ষা ভারত উপমহাদেশের স্থলভাগের সর্বত্র কম বেশি জল পায় মরুভূমির কারখানা তপ্ত ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে। তিনদিক বেষ্টিত হিমালয় পর্বতমালা মরুভূমিকে যেন কোলে নিয়ে বসে আছে, উত্তর পশ্চিম ও পূবের বাতাসকে আড়াল করে। এরপর পাঁচের পাতায়

ঝটিকা পতন ছেড়ে উত্থানের সরণিতে ফিরতে হবে

পার্থসারথি গুহ

নতুন একটা সপ্তাহ মানে আগের সব নেতিবাচক দিক ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা অর্থবাজারের। তার ওপর দেশের নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বিদেশ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে থাকা। বলাবাহুল্য, এই খারাপ খবরের আঁতুরঘর এই মুহূর্তে সেই মার্কিন–চিন শুল্ক যুদ্ধ। যা রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে তামাম বিশ্বের অর্থবাজারকে। এখন যেটা দেখার সেটা হল এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। কারণ, যে সব সমস্যা দানা বেঁধেছে তা সহজে দূর হওয়ার নয়।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের আরও যেটা বড় সমস্যা তা হল বাজার বাড়লেও এর প্রাণভোমরা মিডক্যাপ এখনও মুখ থুবড়েই আছে। যা রীতিমতো শঙ্কা বাড়াচ্ছে। এখন দেখার কত দ্রুত এই নেতিবাচক অবস্থান কাটানো যায়। শুধু সূচক ভালো হল আর কিছু পয়েন্ট হাসিল হল, তাতে ভবি ভোলার নয়। এর সঙ্গেই দেখতে হবে যেন মিডক্যাপ, লার্জ ক্যাপ বা স্মল ক্যাপ মোদ্দা কথা যেখানেই সাধারণের লগ্নি রয়েছে তাও যেন থাকে দুধেভাতে। সেই জায়গা থেকে মার্কেট কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে প্রশ্ন আছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই। তার ওপর বিদেশি লগ্নিকারীদের

অর্থনীতি

মতিগতি বোঝাও এই মুহূর্তে বড় দায় হতে পারে।

বিদেশের এই প্রবল সমস্যার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ভারত সরকারের ল্যাজেগোবরে হতে থাকা আরও চাপ বাড়াচ্ছে শেয়ার বাজারের। ভারতীয় দুই প্রধান সূচক নিফটিও মাত্র ১ মাসের মধ্যে ১২,১৫০ এর ঘর থেকে পড়তে পড়তে প্রায় ৫–৬ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ পতন লগ্নিকারীদের পুঁজিও টেনে নামিয়েছে অনেকটাই। ৩৯ হাজারের ঘরে চলে যাওয়া সেনসেক্সও চলে এসেছে ৩৪ হাজারের গর্ভগৃহে। কোন জাদুবলে বেয়ার হানা আটকানো যাবে?

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। বিশেষ করে আগামী এক বছর পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে এই অপেক্ষার পালা।

তবে এই খারাপ বাজারেও মাত্র কদিন আগের একটা স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে লগ্নিকারীদের। সেটা হল ভারতীয় অর্থবাজারের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকার কথা। কয়েকটা ট্রেডিং সেশন আগেই তো এই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে। এত দ্রুত যে সেই অট্টালিকা সমান বাজার এভাবে ভূপতিত হবে এটা তো কোনওভাবেই মানা যায় না। তাও বিষণ্ণ মনে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগোতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। জ্বালা–যন্ত্রণার উপশম তো সহজে হওয়ার নয়। তাও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার নেট প্র্যাকটিসও চলছে সমানতালে।

গত সপ্তাহে যেভাবে ভারতীয় বাজার তেড়ে ফুঁড়ে বাড়ার চেষ্টা করেছিল তাতে মনে হয়েছিল না, এবার বুঝি একটা সাপোর্ট খুঁজে পেতে পাওয়া গেল। কিন্তু মার্কিন মুলুকে আতঙ্কের জেরে রাতারাতি পালটে গেল প্রেক্ষাপট। আমেরিকার দুই প্রধান সূচক ডাও জোন্স আর ন্যাসডাক এতটাই পতনের মুখে পড়ল যে তার থেকে বাদ গেল না ভারতের নিফটি– সেনসেক্স। সকালেই প্রায় বিশাল গ্যাপ ডাউনে খুলল নিফটি। একটা সময় ১৫০ পয়েন্টের মতো পতন সংগঠিত হল নিফটির ক্ষেত্রে। সেনসেক্স তখন খুইয়ে বসেছে ৪৫০ পয়েন্টের মতো।

আড়ালে আবডালে ঘাপটি মেরে থাকা বেয়াররা যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকা ঘুঁটি কেঁচিয়ে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তাও এই যে লড়াইটা এখন দানা বাঁধতে চাইছে, তা হেলাফেলা করবার মতো নয় মোটেই। বিশেষ করে ১১,০০০–র জায়গাটাকে নিফটি গত কয়েকমাসেবেশ কয়েকবার পরীক্ষা নিয়েছে। সেজন্যই এখন ভারতের অর্থবাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস হল অগস্ট। বলাবাহুল্য, এর সঙ্গে জুড়তে হবে পরবর্তী ত্রয়ী মাসিককেও।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে ৮১৫৯ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮,১৫৯ জন স্টাফ নার্স গ্রেড–টু নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সার্ভিসে প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর: R/SN/65(1)/2019. পুরুষরা কেবল জি এন এম ক্যাটেগরিতে আবেদন করবেন।

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : জি এন এম : সাধারণ ৪১৬টি (মহিলা ৩৭৫, পুরুষ ৪১), তফসিলি জাতি ১৬৪১টি (মহিলা ১৫৬২, পুরুষ ৭৯), তফসিলি উপজাতি ৩৫৬টি (মহিলা ৩৩৯, পুরুষ ১৭), ও বি সি–এ ৯৩০টি (মহিলা ৮৯৩, পুরুষ ৩৭), ও বি সি–বি ৬৭টি (মহিলা ৫০, পুরুষ ১৭), দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪৪৬টি (মহিলা ৪৩৩, পুরুষ ১৩)। বেসিক বি এসসি নার্সিং: সাধারণ ১৫১৩, তফসিলি জাতি ৯৮১, তফসিলি উপজাতি ৩২৪, ও বি সি–এ ৬৫০, ও বি সি – বি ১৬৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২২২। পোস্ট বেসিক বি এসসি নার্সিং : সাধারণ ২৩৫, তফসিলি জাতি ৯৫, তফসিলি উপজাতি ২৬, ও বি সি–এ ৪৭, ও বি সি–বি ২৯, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১০।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত নার্সিং ট্রেনিং স্কুল বা কলেজ অব নার্সিং থেকে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি বা বেসিক বি এসসি (নার্সিং) বা পোস্ট বেসিক বি এসসি (নার্সিং) কোর্স পাশ করে থাকতে হবে। সেই সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলে প্রার্থীর নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। প্রার্থীকে বাংলা অথবা নেপালি ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরির প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : উভয়ক্ষেত্রেই ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৩,৬০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত স্তরে প্রাপ্ত নম্বর, কাজের অভিজ্ঞতা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৯ থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে 'Submit' করুন। সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইন ফি বাবদ দিতে ২১০ টাকা। গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেম (জি আর আই পি এস) পদ্ধতিতে ফি জমা দিতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ফি দিতে লাগবে না।

বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

বেসিলে ২৬৭৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুক্তিতে ২,৬৭৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সস ইন্ডিয়া (বেসিল)। এটি কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা। নিয়োগ করা হবে স্কিল্ড এবং আন–স্কিল্ড পদে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : BECH/CONTRACT JOB/Advt.2019/02.

স্কিল্ড ম্যানপাওয়ার : মোট শূন্যপদ ১,৩৩৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল বা ওয়্যারম্যান ট্রেডে এন সি টি ভি বা এস সি ভি টি স্বীকৃত আই টি আই সার্টিফিকেট। উচ্চতর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলেও আবেদন করা যাবে। পাশাপাশি, ইলেক্ট্রিক্যাল সেফটি বিষয়ে ওভারহেড সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এ ছাড়া ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। প্রার্থীর অবশ্যই ইংরেজি ও হিন্দি লিখতে ও পড়তে জানা চাই।

বয়স : ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ৭,৬১৩.৪২ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.becil-jobs.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুলাই। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা স্বপ্রত্যয়িত শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র, ২ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো, প্যান কার্ড, আধার কার্ড আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা)। এন ই এফ টি বা আর টি জি পদ্ধতিতে ফি : BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED (Bank Name : Corporation Bank, Account No : 510341000702746, IFSC CORP0000371)–এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে।

খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে। www.becil.com

ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে ১০০ ডিপ্লোমা অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০০ জন তরুণ তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ভারত ইলেক্ট্রনিক্স। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুসারে ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12930/64/HRD/GAD/02.

ট্রেড অনুসারে আসন : মেকানিক্যাল : ২৯টি, কম্পিউটার সায়েন্স : ১৫টি, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল প্র্যাক্টিস : ১০টি, ইলেক্ট্রনিক্স : ৩২টি, ইলেক্ট্রিক্যাল : ৮টি, সিভিল : ৬টি।

কাজের খবর

নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ। বয়স : ৩০–৬–২০১৯ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

৩১–৭–২০১৬–র আগে ডিপ্লোমা পাশ প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ১০,৪০০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mhrd-nats.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর ওই ওয়েবসাইটেই এস্টাবলিশমেন্ট সার্চ অপশনে গিয়ে ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), আধার কার্ড (১ এম বি সাইজের মধ্যে) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র (১ এম বি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ জুলাই।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে ড্রাইভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৫ জন ড্রাইভার নেবে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট। নিয়োগ হবে চুক্তিতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাশ। প্রার্থীকে বাংলায় পড়তে ও লিখতে জানতে হবে। এর পাশাপাশি অন্তত ৩ বছরের বৈধ লাইট মোটর ভেহিক্যল ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স : ১৮–৭–২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতন : প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউ, ড্রাইভিং টেস্ট ও মেডিক্যাল টেস্টের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে : এম টি সেকশন, শিবপুর পুলিশ লাইনস, জি টি রোড, হাওড়া– ৭১১১০২।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন :

* বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের নকল।
* ড্রাইভিং লাইসেন্সের নকল।
* কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের নকল।
* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ২৮ জুলাইরে মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি জমা দিতে হবে। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : The Commissioner of Police, Howrah, W. B.

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন উপরোক্ত ঠিকানায়।

রাজ্যে ৩৪ হাজার শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রুপ 'ডি', ক্লার্ক, অফিসার সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় ৩৪ হাজার শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১০ জুলাই বিধানসভায় সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, গ্রুপ 'এ', গ্রুপ 'বি', গ্রুপ 'সি' ও গ্রুপ 'ডি' মিলিয়ে প্রায় ৩৪ হাজার শূন্যপদ খালি রয়েছে। শূন্যপদগুলিতে যাতে একইসঙ্গে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা যায় সে ব্যাপারে সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দ্রুত এই শূন্যপদগুলি পূরণ করা হবে।

দ্রুততার সঙ্গে প্রায় ৩৪ হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য গুটিয়ে ফেলা স্টাফ সিলেকশন কমিশন নতুন করে গড়া হবে বলেও সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন, সরকারের বিভিন্ন দফতরে ৩৩ হাজার ৬৮৭টি পদ ফাঁকা রয়েছে। এর মধ্যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ও বি সিদের জন্য যথাক্রমে ৭,৪১১, ২,০২১ এবং ৫,৭২৮টি শূন্যপদ সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত শূন্যপদের সংখ্যা ১৮,৫২৭টি। অসংরক্ষিত শূন্যপদের ১০ শতাংশ আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা সাধারণ ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ এবং মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ গ্রোড–ওয়ান পদে ৪ জনকে নেবে প্রসার ভারতী। নিয়োগ করা হবে কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সেন্টারে। নিয়োগ হবে চুক্তিতে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে :http://prasarbharati.gov.in প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্ত ৬ আগস্টের মধ্যে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ হাউজিংয়ে ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং সাব–অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে কিছু দক্ষ কর্মী নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ হাউজিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। চুক্তিতে নিয়োগ হবে সিভিল শাখায়। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 03/2019.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbphidcl.com দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুলাই। বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০১৯

মেষ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দিতে গেলে খুব চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ–ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

বৃষ: শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং তাতে আপনার লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

মিথুন: এই সময় বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভফল পাবেন।

কর্কট: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

সিংহ: অর্থনৈতিক ও গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। রক্তে উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

কন্যা: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

তুলা: মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

বৃশ্চিক: গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

ধনু: ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা প্রবল।

মকর: বর্তমান সময়টিতে পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ লাভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণে যোগ।

কুম্ভ: মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

মীন: কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৩৮

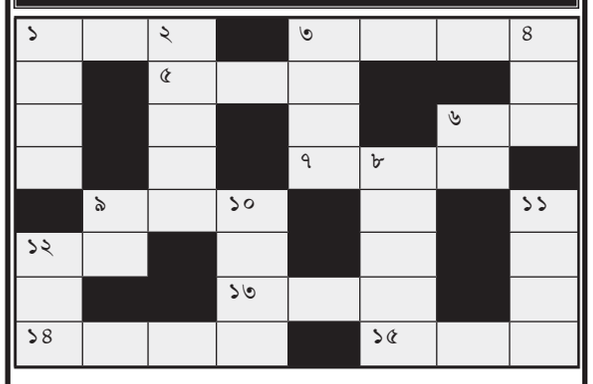

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দশ হাজার ৩। অন্য লোকের অধিকারভুক্ত হওয়া ৫। মুছতে লাগে ৬। সুগন্ধ ঘন নির্যাস বিশেষ ৭। রাজহাঁস ৯। এক রেশমি কাপড় ১২। সম্মতি ১৩। বড় নদী ১৪। ইয়ত্তা, অবধি ১৫। ভাগ্য, অদৃষ্ট।

উপর–নীচ

১। পাঠে বা অধ্যয়নে বিরতি ২। নানারকমের ৩। সর্বদা, অনবরত ৪। 'অঙ্গনে আওব যব —' ৬। কেশ, কুন্তল ৮। সেকালের সরকারি খেতাব ৯। মৃত ১০। চাঁদমারির জন্য প্রস্তুত উচ্চ মৃত্তিকা–স্তূপ ১১। জবুথবু প্যান্ডাল।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৭

পাশাপাশি : ১। আলি ২। মেক আপ ৪। আপন হারা ৬। নত শির ৮। কবুলতি ১০। রিসালদার ১২। রঙ্গদার ১৩। ভুল।

উপর–নীচ : ১। আঞ্জুমান ২। মেরাপ ৩। পসারা ৪। আর ৫। হাসিল ৭। তমসা ৮। কর ৯। তিন কাল ১০। রিডার ১১। দাদুর।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগে ফুড সেফটি ইন্সপেক্টিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিস্ট্রিক্ট ফুড সেফটি ইন্সপেক্টিং অফিসার পদে ১৩ জনকে নেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : DFSIO/68(1)/2019.

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in দরখাস্ত করা যাবে ১ অগস্ট থেকে ১৩ অগস্টের মধ্যে। ফি বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আতস কাঁচে

বাজ পড়ে মৃত্যু ২ ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রচন্ড দাবদাহে আকাশ সামান্য একটু ঘনীভুত হয়েছিল বৃষ্টি নামার অপেক্ষায়। সেই মুহূর্তে আচমকা বৃষ্টিপাত আর বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাজ পড়ে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির দুই ছাত্রের। পাশাপাশি আহত হলেন জনাচারেক ছাত্রছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার গোবিন্দনগর হোমরাপলতা হাইস্কুলে। মৃত দুই ছাত্রের নাম আনিসুর রহমান লস্কর(১৫), সুজাউদ্দিন মোল্ল্যা(১৫)। আহত কাশ্মীরা সরদার, আমিনুল হালদার'রা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে স্কুলের টিফিনের সময় সামান্য ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে মেঘের গর্জন প্রচন্ড হারে হতে থাকে। স্কুলে টিফিন থাকায় ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নেয় তারা। আচমকা বিদ্যুতের ঝলকানির মতো বাজ পড়লে হোমরাপলতা হাইস্কুলের এক নবম শ্রেণির ছাত্রের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় এবং গুরুতর জখম হয় তিনজন। গুরুতর আহতদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে অপর আর এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। বাজ পড়ে দুই ছাত্রের মৃত্যুতে স্কুল সহ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম আয়েপ আলি লস্কর(৩২)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার দক্ষিণ কালিডাঙা গ্রামে। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিনের মতো এদিন দুপুরেও হুকিং করতে গিয়েছিলেন আয়েপ। কোনভাবে একটি তার লাগালেও দ্বিতীয় তারটি খুলে আসে। বিদ্যুত এর তার খুলে এসে আয়েপের বুকে লাগলে তিনি বিদ্যুস্পৃষ্ট হন। স্থানীয়রাই তাকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। যদিও আয়েপের পরিবারের লোকেরা হুকিং এর কথা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি ঘরে মিটারের তার খারাপ হয়ে যাওয়ায় তা সারাতে গিয়ে বিদ্যুত পৃষ্ট হন ওই যুবক। তবে কিভাবে ঘটনা ঘটলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ত্র বিক্রি করতে এসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল এক অস্ত্র ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবন কোষ্টাল থানার কুমিরমারী এলাকায়। ধৃত অস্ত্র ব্যবসায়ীর নাম অনিমেষ মণ্ডল। ধৃতের কাছ থেকে লং ব্যারেল পাইপগান সহ মোট চারটি বন্দুক ও বিয়াল্লিশ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ

কুমিরমারী বাজার এলাকায় সাদা পোশাকে নজর রেখেছিলেন। এলাকায় জলদস্যু বলে পরিচিত পরিমল গায়েনকে অনিমেষ মণ্ডল বন্দুক ও গুলি বিক্রি করতে আসার খবর পেয়েই পুলিশ কড়া নজরদারি শুরু করেন এলাকায়। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্ত্র হাত বদল করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় অনিমেষ। কিন্তু অস্ত্র কিনতে আসা পরিমল গায়েন পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে যায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ বিষয়ে আরও তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে।

জিআরপির হাতে সন্দেহভাজন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশু পাচারকারী সন্দেহে এক শিশুপুত্র সহ সন্দেহভাজন এক মহিলাকে রেল পুলিশের হাতে তুলে দিলেন নিত্য সাধারণ রেলযাত্রীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনে। জানাগেছে রিজিয়া খান নামে বছর পঞ্চাশের এক মহিলা শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লোকালে পার্ক সার্কাস থেকে সাত মাসের এক শিশুপুত্র কে নিয়ে ট্রেনে উঠে বসেছিলেন ঘুঁটিয়ারী শরীফ যাওয়ার জন্য। ওই মহিলার সাথে শিশুর মা এবং অন্যান্য সঙ্গী কেউ না থাকার জন্য শিশুটি খুব কান্নাকাটি করতে থাকে। চাম্পাহাটি ষ্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লে শিশুটি চিৎকার করে কান্না কাটি শুরু করলে সন্দেহ হয় সাধারণ নিত্য রেলযাত্রীদের।

সাধারণ নিত্যরেলযাত্রী তথা স্কুল শিক্ষিকা সোমা গুছাইত, মৈত্রী মৃধা, সাথী দাস, ববিতা বসু বিশ্বাস, টগরী দেবীর মতো শিক্ষিকারা সন্দেহ ভাজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে, সন্দেহভাজন মহিলা রিজিয়া খান কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় আরো ঘনীভূত হয় সন্দেহ। নিত্য রেলযাত্রী স্কুল শিক্ষিকারা সন্দেহজনক ওই মহিলা এবং সাত মাসের শিশু পুত্রকে ক্যানিং ষ্টেশনে কর্তব্যরত রেল পুলিশের হাতে তুলে দিলে সেখান থেকে শিশু ও সন্দেহভাজন মহিলাকে সোনারপুর জিআরপি তে পাঠানো হয়। সোনারপুর জিআরপি সন্দেহভাজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে শিশুপুত্রের মায়ের খোঁজখবর শুরু করে জানতে পারেন শিশুটির মা জাহানারা খাতুন পার্কসার্কাস ষ্টেশন টিকিট কাটতে গেলে তাঁর বোন রিজিয়া খান বোনের শিশুপুত্র কে নিয়ে ক্যানিং ট্রেনে চড়ে বসেন। সময়ের হেরফের হওয়ায় শিশু পুত্রের মা জাহানারা খাতুন ট্রেন ধরতে না পারায় এমন বিপত্তি ঘটে। রেলপুলিশ অতি সক্রিয়তায় তড়িঘড়ি খোঁজ খবর শুরু করে শিশু পুত্র কে তার মায়ের হাতে তুলে দেন রেলপুলিশ। রেলপুলিশ সুত্রে জানা গেছে সন্দেহভাজন মহিলা শিশু পাচারকারী নয়, তিনি ওই শিশু আত্মীয়,ঘুঁটিয়ারী শরীফে যাওয়ার জন্য দুইবোন একসাথে ট্রেনে উঠতে না পারার জন্য এমন ঘটনা ঘটেছে।

বাইক–ইঞ্জিনভ্যান সংঘর্ষে জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাইক–ইঞ্জিন ভ্যান সংঘর্ষে ৬ টি দাঁত ঝরে গিয়ে গুরুতর জখম হল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বেলেগাছি এলাকায়। জানা গেছে এদিন রাতে পূরণ হালদার নামে এক যুবক মদ্যপ অবস্থায় ক্যানিং থেকে বাইক চালিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় একটি মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় পূরণ হালদার।গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই ওই যুবকের ৬ দাঁত ভেঙে পড়ে যায়।সেই মুহূর্তে ভ্যান চালক ইঞ্জিন ভ্যান নিয়ে পালিয়েও যায়। রাতের অন্ধকারে রাস্তার উপর বাইকের পাশে এক যুবক কে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। তাঁরা ওই যুবকের বাড়িতে খবর দিয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। দুর্ঘটনায় ওই যুবকের মুখে গুরুতর আঘাত লাগায় তার মুখের নীচের পাটির ৬ টি দাঁত ভেঙে পড়ে যায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ওই যুবক।

শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং ১ ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল চরমে উঠলো। ক্যানিং ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শৈবাল লাহিড়ির পদত্যাগের দাবিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এসে বিক্ষোভ দেখালেন একদল তৃণমূল ও যুব তৃণমূল কর্মী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ক্যানিং বাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

বিক্ষোভকারী তৃণমূল কর্মীদের দাবি, ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শৈবাল লাহিড়ি তিনি বহিরাগত। পাশাপাশি ব্লকে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন তিনি। নিজের ইচ্ছে খুশি মতোই অঞ্চল সভাপতিদের বদল করছেন শৈবাল বাবু। এই সমস্ত কারণে এদিন ক্যানিং বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান বিক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা। অবিলম্বে ব্লক সভাপতির অপসারণ দাবি করেন তাঁরা।

মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তথা ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুশীল সরদার, মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, ক্যানিং ১ ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পরেশ রাম দাসের নেতৃত্বে এদিন প্রায় শ'পাঁচেক তৃণমূল কর্মী এই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শৈবাল লাহিড়ির বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ওঠে।

৯০০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা এলাকার ৩ নম্বর ধামুয়া দক্ষিণ অঞ্চলে শনিবার বিজেপির উদ্যোগে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল ।এদিন অনুষ্ঠানে কালাপাহাড় চক, আলিদা গাজী পাড়া, মহেশপুর লস্কর পাড়া, রঙ্গন বেড়িয়া, পৈলান পাড়া এলাকার রহিম গাজী, সামসুল শেখ, রঞ্জন নস্কর, জুলামিন সেখ, আলমগীর গাজী ও ইউসুফ পৈলান এর নেতৃত্বে প্রায় ৯০০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কর্মী সমর্থক মন্ডল সভাপতি পলাশ প্রামাণিক এর নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। এ দিন নবাগত সংখ্যালঘু বিজেপি কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার বিজেপি সভাপতি সুনীপ দাস।

এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মিন্টু হালদার সহ জেলা এবং মন্ডলের একাধিক নেতৃত্ব।

সরকারি উদাসীনতায় বেহাল গুমা মহাশ্মশান

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার গুমা রেল স্টেশনের প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে গুমা ভবতারিণী মহাশ্মশানটি জন্মলগ্ন থেকেই প্রশাসনিক অবহেলার শিকার। মোট প্রায় নয় শতক জমির উপর দুটি কাঠের চুল্লিবিশিষ্ট এই মহাশ্মশানটি স্থানীয় প্রায় ২২টি গ্রামের মৃতদেহ সৎকারের একপ্রকার মধ্যমণি। দান, অনুদান ও রেজিস্ট্রিকৃত মোট তিনটি দলিল আছে এই শ্মশানের। ন'শতক জমি শ্মশানের নিজস্ব। এর বাকি জায়গাটা রেলের। মূল মহাশ্মশানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। এরপর ১৯৭৯ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় এটির। সরকারি অনুমোদন মেলে ২০১২ সালে। বর্তমানে এই শ্মশানের মোট সদস্য সংখ্যা ৫২ জন। কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, এই মহাশ্মশানের উন্নয়নকল্পে এখনও কোনও

সরকারি অনুদানের শিঁকে ছেড়েনি। স্থানীয় কিছু শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এটি কোনও মতে টিকে আছে।

শ্মশান কমিটির সম্পাদক শেখরলাল ঘোষ প্রায় ৩৯ বছর এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত। তিনি বলেন, '২০১৭ সালে সরকারের পক্ষ থেকে শ্মশানের উন্নয়ন কল্পে ১৪ লাখ টাকা স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে দেওয়ার কথা জানানো হলেও, আজও তা শ্মশান কমিটির হাতে আসেনি।' তিনি আরও বলেন, 'এই শ্মশানের আরাধ্যা দেবী ভবতারিণী মাতার পুজোর জন্যে একটি ফুলবাগান, জ্বালানি এবং উৎসবের জিনিসপত্র রাখার জন্যে গোডাউন ঘর বর্তমানে খুবই প্রয়োজন। বছরে প্রায় দশ থেকে এগারোটি উৎসব হয়। তার মধ্যে তিনটি উৎসব বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে থাকে। এ কারণে ভোগ রান্নার জায়গা, মুক্ত মঞ্চ, নাট মন্দির, শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামাগার ইত্যাদিও বিশেষ দরকার।'

শ্মশান কমিটির সভাপতি বিজন দাস এবং কার্যকরী সভাপতি ভূপতি বাগচি বলেন 'বর্ষায় গুমা, অশোকনগর, হাবড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার জল জমার একমাত্র পথ হল, শ্মশান পার্শ্বস্থ প্রবাহিত বিদ্যাধরী নদী। সরকারি রেকর্ডে বিদ্যাধরীকে নদী হিসাবে উল্লেখ করা থাকলেও বর্তমানে এটি একটি আবর্জনা পরিপূর্ণ সংকীর্ণ খালে পরিণত। ফলে বর্ষণের পরিমাণ একটু বেশি হলেই খালটির দুকূল ছাপিয়ে পাশ্ববর্তী এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়। এমনকি এই শ্মশানও তখন জলমগ্ন হয়ে পড়ে। ফলে এটিকে সংস্কার করতে পারলে যেমন শ্মশানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, তেমনই পাশ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ বন্যার প্রকোপ থেকেও রক্ষা পাবে।'

আত্মঘাতী রোগী, হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী পাচারকারী সন্দেহে এক যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল তারই নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং থানার আঁধলা গ্রামে। গুরুতর জখম অবস্থায় উপল বিশ্বাস(৩৫) নামে ওই যুবককে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। কিন্তু আত্মীয়দের হাতে এভাবে মার খাওয়ায়, অপমানে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের বাথরুমে সকলের অলক্ষে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি।

গত ৫ জুলাই উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানা এলাকার গোপালনগর দাসপাড়া থেকে স্ত্রী ও দুই বছরের পুত্রকে নিয়ে ক্যানিংয়ের আঁধলাগ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসেন উপল। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাতে উপলের মামাশ্বশুর মজিদ সেখ, মামি সাজিদা মণ্ডল ও তাদের অনুগামীরা মেয়ে পাচারের অপবাদ দিয়ে বেধড়ক মারধোর করেন উপলকে। স্বামীকে বাঁচাতে এসে অভিযুক্তদের মার খান উপলের স্ত্রী আনোয়ারা সরদারও। দুজনকেই স্থানীয় মানুষজন রাতে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আনোয়ারাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও উপলকে ভর্তি রাখা হয় হাসপাতালের পুরুষ বিভাগে। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে গত বছর তিনেক আগে আনোয়ারাকে তার মামি সাজিদা মণ্ডল দিল্লিতে একটি হোটেলে বিক্রি করে দিয়ে আসেন পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে। সেখানে কিছুদিন থাকার পর এই উপল বিশ্বাসের হাত ধরেই সেখান থেকে উদ্ধার হন আনোয়ারা। আনয়ারাকে উদ্ধার করে তাকে হিন্দুশাস্ত্র মতে বিয়ে করেন উপল। তাদের একটি বছর দুয়েকের পুত্র সন্তানও রয়েছে। কিন্তু এই বিষয়টি সাজিদা মণ্ডল ও তার পরিবার ভালো চোখে দেখেননি। নানা অছিলায় আনয়ারার পরিবারের সাথে গণ্ডগোল করার পরিকল্পনা করত সাজিদা।

পুলিশ সূত্রে খবর, দিন দুয়েক আগে সাজিদা মণ্ডলের পরিবারের এক নাবালিকা অন্যত্র চলে যায়। সেই ঘটনায় উপলকে সন্দেহ করে বুধবার রাতে তাকে বেধড়ক মারধর করে সাজিদার পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুন্ডু বলেন, এলাকার কিছু মানুষজন উপল বিশ্বাস নামে ওই যুবককে নারী পাচারকারী সন্দেহে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় অসুস্থ হলে হাসপাতালে চিকিৎসার সময় বাথরুম থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।

এদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বাথরুমে রোগীর আত্মহত্যার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতালে রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ও তোলেন রোগীর আত্মীয়রা। রোগীর আত্মীয় অনিমা সরদার, আলোক মণ্ডল, নিতাই দেওয়াশীরা বলেন, এই হাসপাতালে রোগীদের কোন নিরাপত্তা নেই। না হলে কিভাবে একজন রোগী বাথরুমের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন? মুখ খুলতে চাননি হাসপাতাল সুপার অর্ঘ্য চৌধুরী।

বাথরুমের সামনে সিসি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: খোদ মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অফিস রুমে মহিলাদের বাথরুমের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো কে কেন্দ্র করে ধর্না বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং বাজার সংলগ্ন সিনেমা হল রোডের ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের সিডিপিও 'র অফিসের সামনে। অবশেষে ক্যানিং ১ বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে'র হস্তক্ষেপে ধর্না ওঠে।

উল্লেখ্য ক্যানিং ১ব্লকের সিডিপিও ওয়াসিম রেজা সরদার মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অলিখিত নির্দেশ দেন ৫–৬ বছর বয়সী শিশুদের খাবার দেওয়া যাবে না, বেশকিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী থাকা স্বত্ত্বেও নিজের ইচ্ছামতো পরিচিত মহিলা কর্মীদের সুবিধামতো ট্রান্সফার করা, মহিলাদের নজরদারী করার জন্য মহিলাদের বাথরুমের সামনে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, সিডিপিও নিজেই আসেন দুপুর ১২টায়, আর বেরিয়ে যান

দুপুর দুটোয়, পাশাপাশি আরো অভিযোগ সিডিপিও'র নিজের রুম এবং অ্যাকাউন্টস্ রুমে কোনও সিসিটিভি লাগানো নেই। পাশাপাশি সিডিপিও'র আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মীরা সিডিপিও কে আটকে রেখে তাঁর ঘরের সামনে ধর্নায় বসেন। অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মীদের দাবি অবিলম্বে বাথরুমের সামনে থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে ফেলতে হবে। অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মীরা দীর্ঘ প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে সিডিপিও'র অফিসের সামনে অবস্থান করার পর পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের সিডিপিও ওয়াসিম রেজা মহিলা সুপার ভাইজার সাহানারা খাতুনকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বলেন।

সুপারভাইজার সাহানারা খাতুন বিক্ষোভ রত মহিলা কর্মীদের কে বলেন যা হয়েছে ভুল হয়ে গেছে পরে এ বিষয়ে কথা হবে। বিক্ষোভ রত মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা জানান যতক্ষণ পর্যন্ত বাথরুমের সামনে থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা যতক্ষণ না খোলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিডিপিও কে আটকে রেখে এমন ধর্না চলবে।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ক্যানিং ১ সিডিপিও ওয়াসিম রেজা ক্যানিং ১ বিডিও কে নীলাদ্রশেখর দে কে ঘটনার ব্যাপারে জানালেন বিডিও সাহেব তড়িঘড়ি সন্ধ্যা ছটার সময় ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভ রত অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে ধর্না বিক্ষোভ উঠে যায়।পাশাপাশি সিডিপিও ওয়াসিম রেজা সরদারের দ্রুত বদলির অর্ডার ও করে দেন ক্যানিং ১ বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে।

বিডিও'র আশ্বাস ভরসা পেয়েই বিক্ষোভ রত মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শেফালী অধিকারী,মন্দিরা রায়চৌধুরী বোস,ঝর্ণা পাত্র,ফরিদা সেখ,রীয়া বোস'রা বলেন দীর্ঘদিন ধরেই সিডিপিও মহিলা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সাথে খারাপ আচরণ করে আসছেন এবং মহিলাদের মান সম্মান না দিয়ে পদের আধিপত্য দেখিয়ে সবসময় পুলিশের ভয় দেখাতেন। পাশাপাশি আমাদের অভাব অভিযোগ না শুনে ইচ্ছামতো কাজ করে যাচ্ছিলেন। বিডিও সাহেবের হস্তক্ষেপে সমস্যা সমাধান হওয়ায় আমাদের নৈতিক জয় হয়েছে।

দ্রুত বদলির ব্যাপারে ক্যানিং ১ সিডিপিও ওয়াসিম রেজা সরদার কে জিজ্ঞাসা করা হলে বদলি প্রসঙ্গে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি

বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: রবিবার বিকেলে এলাকায় শান্তি মিছিলের নামে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে ঢুকে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো খোদ শাসক দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামে। বাড়ি ও দোকান মিলিয়ে প্রায় ছটি জায়গায় হামলা ও লুটপাট হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালে জীবনতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এলাকায়।

গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপি'র কোন্দলে উত্তেজিত রয়েছে। বিজেপি'র অভিযোগ এলাকায় বিজেপি দল করার অপরাধে তৃণমূল কর্মীরা তাদের উপর হামলা করছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, এলাকায় বহিরাগতদের নিয়ে এসে অশান্তি শুরু করেছে বিজেপি। সেই কারণেই রবিবার বিকেলে তাম্বুলদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পাতিখালি গ্রামে এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব শান্তি মিছিল করেন। এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরুদ্দিন সেখের নেতৃত্বে এদিন মিছিল হয়। মিছিলে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লাও উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির অভিযোগ এদিন মিছিল শেষেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালায় । হামলার পাশাপাশি বেশ কিছু দোকান লুটপাটও করে। বিজেপি কর্মীদের মারধোরের জন্য বোমা বন্দুকও নিয়ে এসেছিল বলে ও অভিযোগ। এলাকায় একাধিক বোমাবাজি করার অভিযোগ ও রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা নুরুদ্দিন সেখ। নিজেরাই নিজেদের ঘর ভেঙে তৃণমূলের নামে দোষ দিচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

জেটি উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবনে নতুন জেটির উদ্বোধন করলেন বনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু।সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাখিরালয় এ নতুন প্রযুক্তিতে তৈরি আর সি সি জেটি র উদ্বোধনে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন দফতরের আধিকারিকরা। নদী ভাঙন প্রবণ এলাকায় সাধারণ কংক্রিটের জেটির স্থায়িত্ব বেশি না হওয়ায় এই নতুন প্রযুক্তির জেটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বন দফতরের তরফ থেকে। নদী গর্ভে প্রায় পঞ্চাশ ফুট বোরিং করে করে এই জেটি তৈরি করা হয়েছে। সুন্দরবনের বুকে সর্ব প্রথম পর্যায়ে তিনটি এমন ধরনের জেটি তৈরি করা হয়। তারই একটি এদিন উদ্বোধন হয় পাখিরালয়ে। এই জেটির ফলে সুন্দরবনের পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই উপকৃত হবেন।

ঝড়খালিতে বৃক্ষ রোপণ দিয়ে শুরু বনবান্ধব উৎসব

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: রাজ্য সরকারের বনবিভাগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে রবিবার শুরু হল দুই দিনের বনবান্ধব মহোৎসব।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে। রবিবার ও সোমবার দুই দিন ধরে চলবে এই বনবান্ধব উৎসব।

সুন্দরবনের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের এই বনবান্ধব উৎসবে নিজেদের ষ্টল দিয়ে অংশ গ্রহণ করেছে। রবিবার দুপুরে বৃক্ষরোপণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্য দিয়ে বনবান্ধব উৎসবের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি এবং বনদফতরের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা।এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, বনদফতরের প্রধান সচিব বি পি গোপালিকা,বনদফতরের মুখ্যবনপাল সিদ্ধার্থ বারারি, বন্যপ্রাণ ও মুখ্যবন্যপ্রাণ রক্ষক রবিকান্ত সিনহা, গবেষণা–পরিধাবন ও উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য প্রধান বনপাল ডঃ জে টি ম্যাথ্যুউ, পশ্চিবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের পরিচালন অধিকর্তা ডঃ আর পি সাইনি,ক্যাম্পা প্রধান মুখ্যবন বনপাল ডঃ সুব্রত মুখার্জী,পশ্চিমবঙ্গ চিড়িয়াখানা সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল প্রধান মুখ্যবনপাল ও অধিকর্তা শ্রী পিয়ার চান্দ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা নীলাঞ্জন মল্লিক, জীবপরিমন্ডল যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ এস কুলনদাইভেল, জেলাশাসক ডঃ পি উলাগানাথন,বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রসিদ মুনির খান সহ একধিক রাজনৈতিক নেতৃত্বও প্রশাসনিক অধিকর্তারা।

শুধুমাত্র বনকর্মীদের দিয়েই রাজ্যের বিশাল বনাঞ্চল রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর সেই কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বনভূমি আশেপাশে যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করেন তাঁদের কে এই বনভূমি রক্ষার কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই বনবান্ধব উৎসবের আয়োজন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। গত প্রায় চার বছর ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বনবন্ধুদের নিয়ে এই বনমহোৎসব চলে আসছে। এবারে বনমহোৎসব ২০১৯ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাজ্যের রাজ্য সরকারের বনদফতর। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাজ্যের মন্ত্রী ও বনদফতরের আধিকারিকরা সকলেই বনবান্ধবদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, শুধুমাত্র বনকর্মীদের দিয়েই রাজ্যের এই বিশাল বনভূমি রক্ষা করা সম্ভব নয়। বনবান্ধবরা এগিয়ে না এলে এই বিশাল বনভূমি ধ্বংসের মুখে চলে যেত। বনদফতরের সাথে এলাকার মানুষের যাতে করে আরো নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয় সেই চেষ্টাও করা হবে জোর কদমে।

সফলতার সাথে ভালো কাজ করার সুবাদে বনদফতরের পক্ষ থেকে বনবান্ধদের হাতে বিভিন্ন ধরণের পুরষ্কার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে প্রত্যন্ত সুন্দরবনে একাধিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিল । অনুষ্ঠান আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ও সচেতনতা করা হয় পাশাপাশি এই সমস্ত আগামী ভবিষ্যত প্রজন্ম সফল ভাবে সচেতন হলে বনভূমি রক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি করে সাফল্য আসতে বাধ্য,সাথে সাথে বনভূমির আকার ও আয়তন বাড়লে প্রকৃতির হাত থেকে অনেকাংশ প্রাণীকুলও রক্ষা পাবে। এদিন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদ্বয় শিশু ও মায়েদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির বেশকিছু চারাগাছ তুলেদেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠামঞ্চে বনদফতরের বনবীথি নামক এক পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালির হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত রাজ্যের বন দফতরের উদ্যোগে এই বনমহৎসব চলবে সোমবার পর্যন্ত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২০ জুলাই – ২৬ জুলাই, ২০১৯

গরুপাচারে কঠোরতা চাই

পাচারের সমস্যা এত বড়ো দেশে নতুন নয়। সে মানুষই হোক কিংবা পশু। যে সমস্ত দালালরা এই সব কাজে খেটে থাকেন তাদের নেপথ্যে থাকে বড়ো বড়ো নামজাদা পাচারকারী। ধনে মানে তারা সমাজে এগিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে খবর হলে প্রশাসন তার কাজ করে থাকে, আর গণমাধ্যমও জেগে ওঠে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বেআইনী গরু পাচারকে কেন্দ্র করে অনেক তথ্য জনসমক্ষে উঠে এসেছে। ইছামতী নদীর জলে কলা গাছের ডাল বেঁধে দিয়ে গরুদের সীমানা পার করে দেওয়ার মতো অভিনব সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। মাংসের প্রয়োজন মেটাতে দিনের পর দিন বিদেশে গরু রফতানি অত্যন্ত অমর্যাদাকর, বিশেষ করে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতির পক্ষে।

একসময় নারী পাচার প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে এধরনের অপরাধ কমে এলেও পশুপাচার বেড়েই চলেছে। একদিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, বিশেষ করে চাষ আবাদের ক্ষেত্রে, গো–পালনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ধর্মের বাধ্যবাধকতায় কোনও পশু হত্যাই বৈধ নয়। অথচ সেই অবৈধ কার্যকলাপ অবাধে ছাড়পত্র পেয়ে চলেছে দিনের পর দিন। আদালতের নির্দেশে বাংলার হাটে বাজারে প্রকাশ্যে কোনও পশুর মাংস বিক্রি করা নিষিদ্ধ। বাস্তবে এই দৃশ্যদূষণ থেকে মুক্ত হয়নি অধিকাংশ বাজারই। কিছু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ উট থেকে গরু প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করলেও শূকরের মাংসে তাদের তীব্র আপত্তি। অন্যদিকে, কিছু হিন্দু ধর্মাবলম্বী তারা গরুকে গো–মাতা হিসাবে পুজো করেন এবং মাংস ভক্ষণ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না। ধর্মের মোড়কে এই নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতাকেই হাতিয়ার করেছে পাচারকারী মাফিয়ারা। খাদ্য অবশ্যই রুচিভিত্তিক, তা স্রেফ ধর্মভিত্তিক হতে পারে না। মাংসের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার কথা যে রকম মাথায় রাখা উচিত তেমনই কোনও সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়ার বিষবাষ্প যাতে সমাজকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

এপার বাংলা ওপার বাংলার সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন দৃঢ় করতে বহু বুদ্ধিজীবী রাজনীতিক চেষ্টা করলেও বেআইনী গরু পাচার নিয়ে তারা মৌন থাকেন। হয়তোবা বাধ্যবাধকতার আবশ্যিকতার কারণে। এখন গো–রাজনীতি মূল স্রোতে এসে পড়েছে। প্রকাশ্যে একদা কোনও কোনও রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীদের গো–ভক্ষণের 'বীরত্ব' মানুষ দেখেছে। জনমনে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। এমনকি তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করেন তার প্রভাব নির্বাচনের ফলাফলেও লক্ষ্য করা গিয়েছে।

বেআইনীকে আইনী করতে রাজনীতিকদের নানা কূটকৌশল কিংবা বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অতি উদারতা পাচারকারীদের নিশ্চিন্তভাবে নিরাপত্তা দিয়েছে। দেশের প্রশাসনকে বিশেষ করে যারা শক্তিধর রাজনৈতিক দল তাদের এ বিষয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। দেশের কৃষির ক্ষতি করে বেআইনী গরু পাচারকারীদের সঙ্গে যে সমস্ত মাফিয়া কিংবা সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিকে জড়িত থাকুক তাদের রং ধর্ম বিচার না করে শাস্তির বিধান চালু হোক। তাহলে অন্তত দেশের সর্বনাশ কিছুটা হলেও কমবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

আমরা এখানে মধুপান করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতে পাইতেছি আমাদের হাত পা উহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জগৎকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই ধৃত হইয়া পড়িলাম। ভোগ করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাই ভুক্ত হইতেছি। শাসন করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু নিজেরাই শাসিত হইতেছি। কাজ করিতে

আসিয়াছিলাম, কিন্তু অপরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেছি। এরূপ ব্যবহার আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। আমাদের জীবনে প্রত্যেক ছোটখাট ব্যাপারে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। অপরের মন বুদ্ধি দ্বারা আমরা চালিত হইতেছি আবার আমরা সর্বদাই অপরের মন বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু সেগুলিই আমাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে। আমরা চাই প্রকৃতি হইতে কিছু আহরণ করিতে, কিন্তু পরিণামে দেখিতে পাই, প্রকৃতিই আমাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লয়। আমাদিগকে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়! যদি এরূপ না হইত, তবে জীবন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। এগুলি কখনো গ্রাহ্য করিও না। আমরা যদি বিষয়ে জড়িত হইয়া না পড়ি তাহা হইলে সর্ববিধ সফলতা ও বিফলতা, সুখ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমাদের জীবন অবিরাম আনন্দোজ্জ্বল হইতে পারে।

দুঃখের ইহাই একটি কারণ যে, আমরা আসক্ত হই, আমরা নিত্য আবদ্ধ হইতেছি। এজন্য গীতা বলিতেছেন? নিয়ত কর্ম কর, কর্ম কর, কিন্তু আসক্ত হইও না, কর্মে বদ্ধ হইও না। প্রত্যেক বিষয় হইতে নিজেকে প্রত্যাহৃত করিবার শক্তি সঞ্চিত রাখ কোন বস্তু যত প্রিয়ই হউক না কেন, তাহা পাইবার জন্য মন যত বেশিই ব্যাকুল হউক না কেন।

ফেসবুক বার্তা

নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে নিত্য দেওয়া তাই

অমিতাভ সেন

কি ছিল সেই অমোঘ বিদ্যা অধ্যাপক ভারতীর অধীত? এরই আকর্ষণ বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্র দল ৫৭ নং বাসে চেপে নরসিংহ দত্ত এ এসে হাজির হোত। অনার্স সেকশনে Ten Western Phelosopher : অ্যারিস্টটল–প্লেটোর রিপাবলিক পরবর্তী যুগে লক–স্পিনোজা–হিউস এর আইডিয়ালিজম তারও পরে ডেকাতে–লাইবিনজ–কান্ট এর কনসেপ্ট নামক দর্শন ভাবনা। অনন্তর হেগেনিয়ন তত্ত্ব সবকিছুই অধ্যাপক মহোদয়ের প্রাজ্জ্বল ব্যাখ্যানায় ছাত্রদের মগজে দুরূপ তত্ত্ব প্রবেশ করতো। শুধু পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখা নয়। জ্ঞানের আলোতে ছাত্রদের উদ্ভাসিত করা এরজন্যই তার ক্লাস পিরিয়ড যেন শেষ হতে চাইতো না। এর সঙ্গে থাকতো ভারতীয় ষড়দর্শনের বিষয়ে ব্যাখ্যা। কোনও বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হওয়ার পূর্বে (knowledge) মনের মধ্যে তৎ–বিষয়ে একটা ধারণা (Concept) থাকে। এর সংগে মেশে অভিজ্ঞতা (experience)। জ্ঞান হওয়ার পূর্বের ও পরের অবস্থা কে কান্ট বর্ণনা করেছেন A priorie and posteriorie তত্ত্বের মাধ্যমে। এই দুরূহ বিষয়ের সঙ্গে স্যর সেতু বাঁধতেন চৈতন্যের; দার্শনিক চেতনা থেকে সরে আসতেন কবি চেতনায় এবং অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথে : আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠলো রাঙা হয়ে। আমি চোখ মেললুম আকাশে, জলে উঠলো আলো পূবে পশ্চিমে। গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর হলো সে।

কবিগুরুর আমি কবিতাটিকে স্যর তাঁর জলদগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করতেন তখন দর্শনের ক্লাস সাহিত্য সভায় পরিণত হতো। সাদা ধপধপে ধুতি পাঞ্জাবী। মাথায় কালো চুল, গৌরবর্ণ... স্যর এর মুখ থেকে এক ধরনের জ্যোতি (glow) বিচ্ছুরণ হতো। এটাই দর্শন শাস্ত্র–কাব্য অনুভূতির দ্যুতি। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতা বহু প্রথিতযশা আবৃত্তিকারের মুখে শুনেছি। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে এরা কেউ কবিতার আত্মাকেই বোঝেননি। আফশোস হতো, এঁরা যদি একবার প্রফেসর হরিপদ ভারতীর ক্লাস অ্যাটেন্ড কররার সুযোগ পেতেন।

তবে স্যর কখনই রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলেননি। বলতেন কবিগুরু। গদগদ ভক্তি তাঁর ছিল না। যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়ে সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। ব্রিস্টলে রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার গেছেন। একবারও পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাননি। ১৮ শতকে প্রিন্স ছিলেন সফলতম ম্যানুফ্যাকচারার ও এক্সপোর্টার। তাঁর পথে থাকলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবির সঙ্গে বিশ্বকর্মা খেতাবও পেতে পারতেন। টাটা–বিড়লার পর ঠাঁই হোত। কয়লাখনি, ব্যাংক, ধাতু খনিজ নিষ্কাশন, নেভিগেশন কোনও ব্যবসা ছিল না তাঁর সাগর পাড়ে। অ্যারিস্টক্র্যাট মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইংলন্ডেশ্বরীর সম্মানে একবার হাউস অফ লর্ডস এবং কমন্স এর সকল সদস্য। পশমিনা শাল উপহার দিয়েছিলেন যার এক একটার দাম ছিল হাজার টাকা। পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বিষয় বিবাগী দার্শনিক এবং তৎপুত্র দ্বিজেন্দ্র স্বপ্ন প্রয়াণ নামক অনিন্দ্য সুন্দর কাব্যরচয়িতা। পরবর্তী প্রজন্মের মানসিকতা অনুমান করেই প্রিন্স জমিদারী খরিদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়মে বোর্ড অব ডায়রেক্টর্সের সামনে ম্যাপের ওপর প্রিন্স রাখলেন হাতের থাবা। পান্না অংশটা শিলাইদহ, পাঁচটি আঙুল কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, পারুলিয়া, পাতিসর ইত্যাদি। এই জমিদারির সূত্র ধরেই রবি কবির জীবনে এলো পদ্মা, হাউসবোট, সোঁদা মাটির গন্ধ, গীতাঞ্জলি, সোনারতরী, মৃণালিনী (ভাই ছুটি), নোবেল প্রাইজ, বিশ্বভারতী হিবার্ট লেকচর (মানুষের ধর্ম) অবশেষে ২২ শে শ্রাবণ।

দর্শনের কঠিন তত্ত্ব পড়াবার অবসরে প্রফেসর ভারতী রবীন্দ্র আলোচনা করে রিলিফ দিতেন। সে গভীরতা এতটাই ব্যাপক যে কবিগুরু কোনও দিন কোনও কলম ব্যবহার করেছেন কোন গানে এস্রাজ বা শুধুই তানপুরা বেজেছিল সকল সংবাদই মনে হতো স্যার এর কাছে আছে। তবে স্যর এর বিশেষ হটক্লিনেশন ছিল জ্যোতি দাদা'র প্রতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং নতুন বৌঠান (কাদম্বিনী) এর প্রশ্রয়েই শিশু রবি বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রিন্স ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু সুরশিল্পকে উত্তর কলকাতায় নিয়ে আসেন। এ ভাবেই শৌরিমিয়া–নিধুবাবুর টপ্পা যদুভট্টের ধ্রুপদ ঠাকুর বাড়ির সংগীত পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়ে। তবে বাণী ও সুরের কাব্যিক সম্মিলন এবং সেখান থেকে 'যে গান কানে যায় না শোনা/সে গান যেথা নিত্য বাজে' এই স্তরে উত্তরণ এটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সাধনা।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বহু মননশীল মানুষের সংগে হরিপদবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন আবু সৈয়দ আইয়ুব বলতেন গীতবিতান এর প্রতিছি গান এক একটা বিশুদ্ধ কবিতা। এতে সুরের আরোপ অনেকটা গোলাপের পাপড়িতে ইজেল তুলি নিয়ে আরও গোলাপী রং বুলোনোর মতো। বিধু দে, সুধীন দত্ত অনেকেই বসন্তোৎসবের সন্ধ্যায় ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে এক কাব্য সভায় ছিলেন। আসর শেষে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র সরোবর পার্কের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছেন (তখন রাসবিহারী মোড়ে থাকতেন)। পার্কের শেষ প্রান্তে মেনকার সিনেমার সামনে চলে এসেছেন। শুনছেন কোনও একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান ''পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে/পূর্ণ চাঁদের মায়ায়...'' কবি অবশ হয়ে পার্কের বেঞ্চে বসে পড়লেন। দোল পূর্ণিমার চাঁদ সরোবরের ছোটো ছোটো ঢেউয়ে আলো ঢেলে দিয়েছে বনে গাছের নীচে চলছে আলো ছায়ার খেলা। মৃদুমন্দ বাতাস ভরে উঠছে গানের সুরের যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুন রাতি/ সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি/আলোছায়ায় যেথা অনেক দিনের সে কোন ব্যথা/কাঁদে হায় হায় হায় বলে। কবি চিত্রার্পিত, গান শেষ হয়েছে রয়ে গেছে রেশ।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এইরকম তুলনামূলক আলোচনা স্যর–এর মুখে বুধসভায় শোনার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। গান গাইতে কখনও শুনিনি। ২৫০০ রবীন্দ্র সংগীতের বাণী তাঁর মুখস্থ ছিল। মনে আছে একবার কোনও এক নভেম্বর মাসের শেষ দিকে সকালে হাওড়ার এক গ্রামে স্যর–এর সঙ্গে আমরা যাচ্ছি। সেখানে রবীন্দ্র উৎসব হবে। উদ্যোক্তা আমাদেরই এক সতীর্থের বাবা, সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, এল এম এফ চিকিৎসক, সমাজসেবী সকলে এক ডাকে 'ভনজুদা' বলে চেনে। আমরা ন্যারোগেজ মার্টিন ট্রেনে চেপে বড়গাছিয়া স্টেশনে নামলাম। আমাদের বন্ধু অসীম আনন্দে কান–এঁটো করা হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সংগে টপ্পর ছাউনি গরুর গাড়ি, মাইল তিনেকের

যাত্রা। কোনও সভায় গেলে স্যর এর শর্ত থাকত–যতো ভালো খাওয়া ততো ভালো বক্তৃতা। তার প্রথম কিস্তি স্টেশনেই। আলুর চপ আর মুড়ি। দোকানটা বেশ বড়ো, আরও বড়ো দোকান মালিকের মন। সে আবার স্যর এর প্রাক্তন ছাত্র– বাবা মারা যাবার পর দোকান চালাতে হবে বলে পার্ট ওয়ানের পর এগোতে পারেনি। তিন পুরুষের দোকান। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের শিষ্য আলামোহন দাস (যাঁর নামে দাশনগর স্টেশন) এর দাদুকে দুই শো টাকা ধার দিয়েছিলেন দোকান চালু করার জন্য। দোকানে সশিষ্য আচার্যদেবের ছবি টাঙানো আছে। এতদিনে তেলেভাজার দোকান চালিয়ে সে দশতলা বাড়ি বানাতে পেরেছে কিনা জানিনা তবে স্যর কাছ থেকে দাম নেয়নি। স্যর সংগে তিনটে মিষ্টির বড় প্যাকেট ছিল। একটা তার হাতে দিয়ে বললেন, এতো কালীবাবু বাজারের দুলাল ঘোষের খাস মণ্ডা আছে। বউমার হাতে দিবি। সে প্যাকেট খুলবে– তুই না। আমারই তো ছাত্র – একটু সাবধান করে না দিলে বলা যায় না। সবাই হেসে উঠলো।

এরপর রাস্তা মোরাম বেছানো বনপথ দিয়ে শুরু হলো গোযান যাত্রা। সেখানে শুকনো খড়ের ওপর কালো কম্বল তার ওপর সাদা চাদর বিছানো স্যর বসেছেন গাড়োয়ানের ঠিক পেছনে বাবু হয়ে যাতে গাছপালা উদার প্রকৃতি দেখা যায়। আমরা সকলে গাড়ি ঘিরে হাঁটছি। নভেম্বরের সকাল, ঠাণ্ডা একটু রয়েছে। রাস্তার দুপাশের গাছের ঘন ছায়ায় গাড়ি কখনও ঢুকছে মৃদু আলোয় দুলকি চালে। স্যর বললেন একটা গান ধর, তিন মাইল রাস্তা পেরোতে কষ্ট হবে না।

আমি ধরলাম– চলো যাই চলো যাই চলো যাই/চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে–অন্যেরা কোরাস। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী উৎসবের প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে প্রভাত ফেরীর জন্য এই মার্চিং সং লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এজন্যে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে প্রায় ধর্না দেওয়ার মতো বসেছিলেন। মার্টিন ট্রেনে আসকে আসতে আজই স্যর এর কাছ থেকে শুনেছি এই বৃত্তান্ত।

কিন্তু গানটা বোধহয় স্যারের পছন্দ হয়নি। বললেন, আমরা কি কম্যুনিস্ট পার্টির কোনও কনভেশনে যাচ্ছি? হাঁটতে হাঁটতে গণসংগীত হয়, সুর এর দরকার হয় না, স্লোগান থাকলেই হলো। পরিবেশটা বোঝ। সোনালী ধানে হাওয়ার দোল, ওই দূরে নদীর বাঁধ তার ওপর নীল আকাশ। গাড়িতে উঠে বোস গুছিয়ে একটা গান ধর।

আদেশ শিরোধার্য। গান ধরলাম– এই তো ভালো লেগে ছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায় এটায় কোরাস নেই। কয়েকটা ফচকের খুব মজা। গোরুর গাড়ির হেডলাইট হয় না, ব্যাক গ্লাসও থাকে না। হাওয়াতে বইছে বিপরীত দিক থেকে। কাজেই পাসিং শো' সিগারেট ফুকে নেওয়ার এমন মাহেন্দ্রক্ষণ সারাদিনে আর পাওয়া যাবে না। আমি সেসব বাঁদরামির দিকে নজর না দিয়ে চোখ বন্ধ করে গেয়ে চলেছি আমার এ যে বাঁশের বাঁশি মাঠের সুরে আমার সাধন...। একটু পরে দেখি স্যর স্থির লক্ষ্যে কিছু নজর করছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি এক মহিলা গাছের শুকনো ডাল জড়ো করছে আর একটা ততোধিক কালো কচি মেয়ে ছোট ছোট ঘটিং নিয়ে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। রিপিট করে গান চলছে : ছোটো মেয়ে ধুলায় এসে খেলার ডালি একলা সাজায়। সামনে চেয়ে এই যা দেখি। গায়ে আমার পুলক জাগায়।

গান শেষে স্যর বললেন, রবীন্দ্রসংগীত কখনও চোখ বন্ধ করে গাইবি না। যে আলো শতধারায় আঁখি তারায় পড়ে ঝরে/তাহারে কে পায় ওরে নয়ন মুঁদে... এটা কবিরই চেতাবনী। তার সকল গান ব্যক্তিগত অবজারভেশনের ফসল। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুভব করতে হবে। শান্তি নিকেতনে হাওয়া দক্ষিণ দিক থেকে বয়। কোনও দিন হয়ত পূব দিক থেকে বয়েছিল, কোনও চারা গাছের কচি পাতা দুলে উঠেছিল। সেটা দেখে তিনি লিখলেন : পূব হাওয়াতে দেয় দোল! মরি মরি! সংগীত গায়কি নিয়ে অনেক কথা স্যর সেদিন বলেছিলেন।

আমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছলাম। বন্ধুর বাবা অতি সমাদরে স্যরকে অভ্যর্থনা জানালেন। স্যর নমস্কার করে বললেন– আপনি নেমন্তন্ন করেছিলেন আমাকে। অথচ এতোগুলো ভূতপ্রেত জুটে গেল। হরিপদ আর বিপদ কখনোও একা আসে না। বন্ধুর বাবা জবাব ছিলেন, আমরাও নাম বিপদভঞ্জন চক্কোত্তি ওরফে ভনজুদা স্যর বলতেন, একেই বলে বুনো ওর আর বাঘা তেঁতুল। কিছু বুঝলি।

রাজনৈতিক জীবন পরবর্তী সংখ্যায়

অন্ধ বিজেপি বিরোধিতা সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করছে

নির্মল গোস্বামী

রাম নাম পিছু ছাড়ছে না রাজ্যবাসীর। জয় শ্রীরাম ধ্বনি বিতর্কে রাজ্যের কোথাও না কোথাও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। কিছুদিন পূর্বে পার্ক সার্কাস স্টেশনে সাহারুফ জমাদার নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে জোর করে জয় শ্রীরাম বলাবার চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতী। তারা ওই শিক্ষক ও তার সঙ্গীকে শারীরিক নিগ্রহও করে। ঘটনা খুবই নিদার্হ্য। শাসকদল থেকে জয় শ্রীরাম ধ্বনির প্রচারকরা এই ঘটনার নিন্দা করেছে। বাংলার বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ৫০ হাজার করে টাকা দুজনকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এবং দোষীদের কড়া শাস্তি বিধানের দ্রুত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে একটা জোরপূর্বক জয় শ্রীরাম বলাবার ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের যা পরিস্থিতি হয়তো আরও এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ঝাড়খণ্ডে গরুপাচার সন্দেহে একদলকে মারার সময় জোর করে জয় শ্রীরাম বলতে বলা হচ্ছে– খবরে প্রকাশিত হচ্ছে। যাই হোক আমি আমাদের রাজ্যের কথাই আলোচনা করবো।

এখন প্রশ্ন হল জোর করে জয় শ্রীরাম বলানো কেন, জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে অমৃত খাওয়ানোও আইনত অপরাধ। কারণ কে কি খাবে সেটার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ হল ব্যক্তি স্বাধীনতা। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সারা ভারতে তো নয়, আমাদের রাজ্যেও জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। তাহলে সেই ধ্বনি বলার জন্য কেন মার খেতে হবে এই বঙ্গে? এবং জোর করে অপর কাউকে 'জয় শ্রীরাম' বলানোর ঘটনা একবার ঘটছে। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় মনের খেয়ালে বা বিজেপিকে ভালবেসে কেউ যদি জয় শ্রীরাম বলে তাকে মার খেতে হচ্ছে, বা সেই নিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বহুবার। গত বুধবার অর্থাৎ ১০ জুলাই একটি বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র জয় শ্রীরাম বলার জন্য অন্য ছাত্রদের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়। পরদিন জয় শ্রীরাম বিরোধী গোষ্ঠীর বহিরাগত মানুষজন বিদ্যালয়ে চড়াও হয় ওই ছাত্রকে মারার জন্য। সেই নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে তার সুরাহা হয়। ওই একই এলাকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বাচ্চা জয় শ্রীরাম বলে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছাত্র প্রতিবাদ করে জয় হিন্দ বলতে বলে। এই নিয়ে স্কুলের বাইরেও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই দুটি ঘটনায় গ্রাম বাংলার পরিস্থিতি কত

স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বেচ্ছায় জয় শ্রীরাম বলা যে অপরাধ নয়। তা যে শাস্তি যোগ্য নয় এবং এই শব্দ শুনে অপরের প্রতিক্রিয়া দেবারও কোনও আইনি অধিকার নেই এই কথাগুলো কেউ জোর গলায় বলছে না। না প্রশাসন, না বিরোধী দলগুলো, না বুদ্ধিজীবী মহল। এই সম্পর্কে এক অদ্ভুদ নীরবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এবং এই নীরবতাই এক দল স্বার্থান্বেষী রাজনীতির পঙ্গপালদের উৎসাহিত করছে। এবং এই জয় শ্রীরাম ধ্বনির বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে যে গণ্ডগোল মাথা চাড়া দিচ্ছে তাতে করে দ্রুত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে হিন্দুদের সংবদ্ধ হওয়ার একটা যুক্তিগ্রাহ্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে এই বিরোধীরা। এবং এ থেকেই উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বাড়বাড়ন্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

রাজনীতিকরা আশু লাভের আশায় ভবিষ্যতের ভালমন্দ বিচার না করেই অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের পাখির চোখ থাকে ভোটে জেতা। বিভেদের রাজনীতি অনেক সময় তাদের ফল দায়ী হয়। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মে ভালোমন্দ নিয়ে ভাবেন। যাঁরা গণতন্ত্র হত্যার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে বাছ বিচার করে সরব হন। তাঁরা সমাজে এতো বড়ো একটা অনাচার কে সহ্য করছে কেমন করে। রামনাম বলাবার জোর জবরদস্তিতে যারা সরব। তারা যদি রাম নাম বলতে বাধা দেওয়ার ঘটনায় নীরব থাকেন তাহলে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার খোঁজ বোধ হয় রাখেন না। উভয় ঘটনার সরব প্রতিবাদ হলে তবেই সমাজকে একটা বার্তা দেওয়া যায়। তাহলে একটা সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয় রাজ্যে। যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয় শ্রীরাম শুনে গাড়ি থেকে নেমে ধাওয়া করেন তিনি কতটা অসহিষ্ণু তা সহজেই অনুমেয়। নীচের তলার তাঁর চেলা চামুন্ডারাও যদি রাম নামে অসহিষ্ণু হয় সেটা কি খুব দোষের?

একথা ঠিক যে রামের আধ্যাত্মিকা নিয়ে যত না প্রতিবাদ তার থেকে বেশি প্রতিবাদ হচ্ছে তার রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে। বিজেপির খুব জনপ্রিয় স্লোগান এটা তাই জয় শ্রীরামে অনেকের অ্যালার্জি। কিন্তু কথা হল একটা ভারতের বৃহত্তম দল যারা কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার মানুষের রায়ে ক্ষমতায় আসীন। বেশির ভাগ রাজ্য সরকার যাদের সেই দলের স্লোগান বলা যাবে না এ কেমন গণতন্ত্র? অন্ধ বিজেপির বিরোধিতা সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ নয়। এই যেমন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন পালনে বাধা দেওয়া হল। মেদিনীপুর সদর ব্লকে বনপুরার খাঙার ডিহিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালনের সময় স্কুলের সামনে বোমাবাজী হল। ওই স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী বোমায় আহত হল। (আনন্দবাজার পত্রিকায় ছবি বের হয়েছে)। নোদাখালি থানা এলাকায় শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিন পালন করাকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল হয়। বাংলার এক মনীষীর জন্মদিন পালনে বাধা। শাসকদল বা অন্য বিরোধী দল বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কেউই এই কথা বলল না যে মনীষীর জন্মদিন পালনে বাধা দেওয়া বাংলার সংস্কৃতি নয়। মনীষী না হয় নাই হোক।

একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন পালন করতে পারবে না। বাংলার এই ছবি কে কবে দেখেছে? নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ যিনি মোদী বা বিজেপির ফ্যাসিস্ত কার্য পদ্ধতি নিয়ে সরব তিনি বা তাঁর অনুগামীরা কি এই পথেই বিজেপি বিরোধিতা করতে চান? তাই তারাও নীরব। অগণতান্ত্রিক পথে বিজেপি বিরোধিতা রাজ্যে নৈরাজ্যেরই পরিবেশ তৈরি করছে। সাম্প্রদায়িকতার নামে বিধানসভায় যৌথ প্রস্তাব আনলেই পশ্চিমবঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে? ধর্ম নিরপেক্ষতা মানেই যদি বিজেপি বিরোধিতা হয় তবে সেও এক ধরনের রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা যে রোগে কংগ্রেস সিপিএম, তৃণমূল সকলেই ভুগছে। জয় শ্রীরাম বলা আইনত অপরাধ নয়। এটা সরকারি তরফে ব্যাপক প্রচার করা প্রয়োজন। তাহলে অবাঞ্ছিত ঘটনা কমতে পারে।

পাঠকের কলমে

বেকারত্ব বাড়বে

রাজ্য সরকার আর কেন্দ্র সরকার মিলে রেশন সামগ্রী মেশিনের মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই সিস্টেম চালু হলে যারা রেশন খাতাপত্র লেখালেখি করেন প্রথমত তারা অকেজো হয়ে পড়বেন। মেশিন দেওয়া হয়ে গেছে। দাম ৩২ হাজার টাকার মতন হবে। নামকাওয়াস্তে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। যা শুধু দোকানদারাই নন অফিসাররাও ঠিক মতো অপারেট করতে পারছেন না। মেশিন চালাতে না পারলে রেশন গ্রহীতাদের রেশনও দেওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে হয় দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে নয়তো সরকার অস্থায়ীভাবে দোকানগুলো বন্ধ করে দেবে। মাত্র ৫৪ পয়সা কমিশনের বিনিময়ে দোকানগুলি একশো কুইন্ট্যাল চাল গম বেচে মাসে মাত্র ৫ হাজার ৪শো টাকা লাভ করে। এরদ্বারা দোকানদারগণকে অনাহারের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। গত ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সিস্টেম চালু হওয়ার কথা ছিল। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে বা মেশিন আসেনি এই কথা বলে ব্যাপারটা বন্ধ করে রাখা হয়। হাতে লিখেই চলছিল কারবার। এরপর আছে রাজ্য সরকারের খামখেয়ালী এক মিটিংএ ঘোষণা করলেন সকল মানুষকে ২ টাকাকেজি দরে চাল গম দিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার অনেক মানুষকে RKSY(II) রেশন কার্ড বিলি করেছেন যার দাম ১৩ টাকা কিলো চাল আর গম ৯ টাকা কিলো। তাদের দেওয়ার জন্য ৫০ কুইন্টাল চাল আর ৫০ কুইন্টাল গম দোকানে ভরে দিলেন। যে হেতু মুখ্যমন্ত্রী একবার ঘোষণা করেছেন তাই ওনার দলের ছেলেরা কোথাও বাইক বাহিনীরা এসে হুমকির সুরে বলে গেল দিদি যা বলেছে তাই করতে হবে। লোকাল অফিস থেকে বলা হলো আমরা কোনও লিখিত অর্ডার দিতে পারব না। ব্যাপারটা তাই হলো ১৩ টাকা আর ৯ টাকা কিনে মাত্র মাত্র দু টাকা কিলো দরে বেচতে বাধ্য হলো। এরপরও আজ রোক্তার সময় ছোলা ময়দা চিনি তেল দেওয়ার ব্যবস্থা হলো দোকানে উঠল কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করলে না বাধ্য হয়ে দোকানদারগণ অন্য উপায় গ্রহণ করলেন লোকসান দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করলে প্রতি পদে পদে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেও আজ ৩০% বঞ্চিত। রেশন বন্ধ হলে যেমন ২০/২১ হাজার মানুষ বেকার হবে তেমন বাজার খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। আর এই বঙ্গে রেশনের কি ভীষণ প্রয়োজনীয়তা আছে তা টের পাওয়া গেছে। ১৯৭১ সাল বাংলা দেশের যুদ্ধ, ১৯৮৪ ইন্দিরা গান্ধি হত্যা, রাজীব গান্ধী হত্যা, ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস। বিভিন্ন সময় রাজ্যে বন্যা খরা ট্রেন ধর্মঘট ইত্যাদি।

শ্যামল কুমার সাহা, ১৫৬ প্যায়ারী মোহন রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৭

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

গরমে পুড়ছে বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি: আষাঢ় মাস শেষ হয়ে ঢুকেছে শ্রাবণ মাস। তাসত্ত্বেও বীরভূম জেলায় কমে নি গুমোট গরম। পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজের মতো ঘটনা বাড়ায় চরম বেকায়দায় পড়েছে জেলার বাসিন্দারা। ১১,১২ই জুলাই সন্ধ্যা ও রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচন্ড বৃষ্টি হয় চিনপাই গ্রামে। ১১ই জুলাই বৃষ্টিতে জয়দেবের অস্থায়ী ফেরিঘাট ভেঙে দুভোর্গে পড়ে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পঞ্চাশটি গ্রামের বাসিন্দারা। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চাষবাস নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। এই অস্বস্তিকর গুমোট গরম থেকে কবে রেহাই পাবে বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর দেবে সময়ই। আর এই সময়ের দিকে তাকিয়ে জেলাবাসী।

কাটমানি আক্রান্ত গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ই জুলাই ফিংতোড় গ্রামে কাটমানি সালিশিসভায় পুলিশকে তাড়া করার অভিযোগ উঠলো গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। আমনাহা গ্রামে তৃণমূল বুথ সভাপতি জিতেন দাস এবং তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ফেউগ্রামে সত্তর হাজার টাকা কাটমানি ফেরত দিলো প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য যাদব মন্ডল। ১২ই জুলাই প্রধানের কাছে তোলা না পেয়ে বিপ্রটিকুরি গ্রামপঞ্চায়েতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। ১১ই জুলাই বাঘা গ্রামে একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা কাটমানি ফেরত দিলো প্রাক্তন প্রধানের স্বামী তৃণমূলের সুমন্ত বাগ্দী। ১৫ই জুলাই অমরপুরে দুই তৃণমূল নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। ৯ই জুলাই শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে বাড়ির খাটের তলা থেকে জবকার্ড,পাসবুক ফেরত দিলো পঞ্চায়েতসদস্য। রামপুরহাট তিননং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাগরিকা মালের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। পন্ডিতপুরে তৃণমূল নেতার কাছে কাটমানি ফেরত চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হয় গ্রামবাসীরা। ১০ জুলাই সাহাপুরে কাটমানি ফেরতের দাবিতে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ উঠে তৃণমূল নেতা এনামুলের বিরুদ্ধে। কাটমানির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তাল বীরভূম।

চারদিনেই ভোলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: জুলাই বিজেপিতে যাওয়া কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা বাগ্দী,উপপ্রধান সহ পাচঁ পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে ফের তৃণমূলে যোগ দেয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের সভাধিপতি বিকাশ রায় চৌধুরী, তৃণমূল নেতা নুরুল ইসলাম। ফলস্বরূপ, এদিন কোমা গ্রামপঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৮ই জুলাই কোমা গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা বাগ্দী, উপপ্রধান সহ পাঁচ পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলো। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। সেইদিন কোমা গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছিলো বিজেপি।

বিস্ফোরক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৪ জুলাই নাগরা বাসস্ট্যান্ডে ৭.৬৫এমএম পিস্তলসমেত গ্রেপ্তার বারা গ্রামের সূর্য শেখ। লাঘোষা থেকে উদ্ধার ষাটটি বোমা। মল্লারপুর মেঘদূত ক্লাব বিস্ফোরণে গ্রেপ্তার ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব দত্ত। ১৪ জুলাই রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে দশদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ৯ জুলাই ভান্ডীরবন বালিঘাট থেকে উদ্ধার দুই ড্রাম বোমা। রাত্রে রামপুরহাটের বড়জোলা এলাকা থেকে ১১৯০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ডিটোনেটর উদ্ধার করে পুলিশ। ১০ জুলাই বন্দর গ্রামে চার ড্রাম বোমা উদ্ধার করে নানুর থানার পুলিশ। সাত্তোর, দরবারপুর, সাহাপুর, লোকপুর, মীরবাঁধ থেকে বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। রামপুরহাটের চাকাইপুরে একটি দেশি পিস্তল,গুলি,বোমাসমেত গ্রেপ্তার আজিজুল শেখ, বাপন শেখ, কল্যান মন্ডল। ঠাকুরপাড়া গ্রাম থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসমেত গ্রেপ্তার মেহের শেখ। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করছিলো, বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে বীরভূম জেলা।

সিপিএম কার্যালয় ফেরাল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি: রজতপুরে দখলকরা সিপিএম পার্টি অফিস মঙ্গলবার সকালে সিপিএমের হাতে ফিরিয়ে দিলো তৃণমূল। ২০১৭ সালে এই পার্টি অফিস দখল করেছিলো তণমূল। বীরভূম জেলায় বিজেপির বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতেই কি এই সিদ্ধান্ত ? যদিও রাজনীতির সৌজন্যতা হিসাবে দেখছে শাসকদল।

বিদ্যুতের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোডশেডিং-র প্রতিবাদে ১২ই জুলাই সাঁইথিয়া তালতলা মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার বাসিন্দারা। রামপুরহাটে জলকষ্ট, জল অপচয় বন্ধ, পাঁচমাথা মোড়ে সুলভ শৌচাগার চালু সহ চার দফা দাবিতে মহকুমাশাসককে স্মারকলিপি দিলো 'গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ'। লো-ভোল্টেজ, লোডশেডিং সহ দশ দফা দাবিতে রামপুরহাট বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দিলো কংগ্রেস। নেতৃত্বে ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভার যুব কংগ্রেস সভাপতি আঙ্গুর মিঞা।

দুর্ঘটনায় বাড়ছে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৩ জুলাই নাগরা মোড়ে লরির ধাক্কায় মারা যায় টিয়া শেখ। পলশা গ্রামে ধানবোঝাই লরিতে চাপা পরে মারা গেলো আতাউল শেখ। ৭ জুলাই চিনপাই ব্রীজের কাছে সিউড়ি থেকে শালতোড়গামী 'কৃষ্ণকালী' বাসের সঙ্গে ডাম্পারের সংঘর্ষে জখম হয়ে যাত্রীরা দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সদাইপুর থানার পুলিশ বাস ও ডাম্পারকে আটক করেছে। বাসের চালক ও খালাসী পলাতক। পাডুই থানা থেকে ডিউটি করে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মারা গেলো সিভিক ভলান্টিয়ার বামদেব সেন। জখম দুই সিভিক ভলান্টিয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রামনগরে ওভারলোড ডাম্পারের ধাক্কায় মারা গেলো ছোটো গাড়ির চালক অঞ্জন মজুমদার। স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। রাজগ্রাম হাসপাতাল মোড়ে ডাম্পারের ধাক্কায় মারা গেলো নূরেমা বিবি। চন্দ্রপুর রাস্তার বড়োসাকোঁয় বেসরকারি বাস মোটরবাইক সংঘর্ষে সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মারা যায় বাইকচালক প্রকাশ গড়াই। বাড়ি দিঘিআগল গ্রামে। শঙ্করপুরের কাছে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো বান্দি গ্রামের বৈদ্যনাথ দত্ত। শান্তিনিকেতনে গাড়ির ধাক্কায় মারা গেলো বিশ্বভারতীর কর্মী রঘুরাম দাস। বাড়ি বোলপুরের সুরশ্রীপল্লী। সাঁইথিয়া বাগাডাঙা মোড়ে ডাম্পারের ধাক্কায় মারা যায় গ্যারেজকর্মী উৎপল দত্ত। বাড়ি লাউতোড়ে।

পুলিশের উদ্যোগে রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: একদিকে প্রচন্ড গরম,আর বিভিন্ন এলাকায় চলছে রক্তে সংকট। সেই রক্তের সংকটের ঘাটতি মেটাতে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এক রক্তদান উৎসব। বারুইপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত বাসন্তী থানায় শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। এদিন রক্তদান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এস,পি ইন্দ্রজিত বসু, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবী দয়াল কুন্ডু ও বাসন্তী থানার পুলিশ আধিকারিক সৌমেন বিশ্বাস।পুরুষ মহিলা মিলিয়ে এদিন ৬০ জন পুলিশ সহ ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়াররা রক্তদান করেন। প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় পুলিশের এমন মহত উদ্দেশ্য কে প্রশংসা করেছেন স্থানীয় মানুষজন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে উদ্যোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ও কালিদাস দেবনাথ ঃ ক্যানিং ও বাসন্তী ঃ-পৃথিবী বিখ্যাত বাদাবন বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ছোট ব। ১০২ দ্বীপ নিয়ে গঠিত বৃহত্তম বাদাবন জঙ্গল ব-দ্বীপ সুন্দরবন।বর্তমানে এই সুন্দরবনে পঞ্চাশ লক্ষের ও বেশী মানুষের বসবাস।এই সুন্দরবনে ৪০০ প্রজাতির গাছ-অগাছা,১২০প্রকার মাছ,প্রায় কু।লিক্ষ জীবজন্তু সহ অসংখ্য পশুপাখি নদী-নালা এই বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবনে বিরাজমান।

মানুষের অত্যাচারে জর্জরিত সুন্দরবনের বহুগাছ প্রাণীকুল ধ্বংসের পথে। সুন্দরবনের বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাও কমে চলেছে।সেই জায়গায় দাঁ।য়ে সুন্দরবনের উপর একাধিকবার বিপর্যয় ঘটেছে,পাশাপাশি তাপমাত্রা বে।চেলেছে,তৈরী হয়েছে পানীয় জলের সঙ্কট।

সেই পরিস্থিতির জন্য দায়ী একমাত্র মানুষ। বিশেষ করে যে সমস্ত দরিদ্র মানুষজন জীবন জীবিকার জন্য সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল এবং বেশ কিছু দুষ্কৃতি।সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে জলবায়ু. স্থিতিশীল জীবন এবং জীবিকা নিয়ে বৃহস্পতিবার বাসন্তী ব্লকের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতা নিয়ে বিশেষ এক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন এলাকার প্রায় ৪০০জন মহিলা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক মহিলার হাতে ফলের চারাগাছ তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন বাসন্তী ব্লকের বিডিও সৌগত সাহা।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আয়োজক চম্পাবতী সোসাইটির কর্ণধার সমাজসেবী তথা শিক্ষক অমল নায়েক,বিশিষ্ট

শিক্ষক লেখক তথা সাংবাদিক প্রভুদান হালদার,বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কামাল উদ্দিন সরদার,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তাপস মন্ডল,বিশিষ্ট শিক্ষক আকবর সেখ,ডাঃ রনজিত রায়,গৌতম বিষয়ী,শীতল চন্দ্র মাইতি সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

সমাজসেবী অমল নায়েক বলেন 'সুন্দরবনের উপর একশ্রেণীর মানুষজন নির্ভরশীল। তাঁরা যাতে সুন্দরবনে না গিয়ে স্থিতিশীল ভাবে জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন তারজন্য বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে চম্পামহিলা সোসাইটি।ইদানিং সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে প্রায় ৪৫০ মহিলাকে বিশেষ ভাবে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এবং হাঁস,মুরগী,ছাগল,কৃষি বীজ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্ত মহিলারা আর সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভর শীল নয়।তিনি আরও বলেন আমাদের স্বনির্ভর মহিলারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত গাছ লাগিয়ে চলেছেন এবং জল সংরক্ষণের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ করছেন বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে।আগামী দিনে সমগ্র সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে জলবায়ু. স্থিতিশীল জীবন এবং জীবিকা নিয়ে সচেতনতা এবং কার্যক্রম চলবে।

বিশিষ্ট শিক্ষক লেখক তথা সাংবাদিক প্রভুদান হালদার বলেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ কে অনেকেই চেনেন না কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি দেশ এবং দেশের সাধারণ নাগরিকরা সুন্দরবন কে জানন এবং চেনেন। সেই সুন্দরবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ,প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নানান কারণে। আমাদের কে স্বচ্ছতা ভাবে এগিয়ে এসে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের কে ও সুস্থ পরিবেশ তৈরী করে সুস্থভাবে বেচে থাকতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর দূষণহীন প্রাকৃতিক পরিবেশ গ।ে তুলতে হবে।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রাম্য স্বনির্ভর মহিলারাও সুন্দরবন সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে সুন্দরবন কে রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হন।

এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রাক্তন শিক্ষক আকবর সেখ।

ক্যানিং থানার উদ্যোগে স্কুল পড়ুয়াদের সচেতনতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল মঞ্চে। ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল মঞ্চে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর জেলার পুলিশের সুপার রশিদ মুনির খান, ক্যানিং থানার আইসি সতীনাথ চট্টরাজ, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি মুনমুন চৌধুরী সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, স্থানীয় মাতলা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উত্তম দাস, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা ক্যানিং ১নং ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি পরেশ রাম দাস ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা।

জলের অপচয় বন্ধ, গাছ না কেটে গাছ লাগানো, বাল্য বিবাহ ও নারী পাচার বন্ধ সহ বেশ কয়েকটি সামাজিক ও পরিবেশ সচেতনতামুলক বিষয়ে এদিন বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফ থেকে এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটি করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিবছর বহু মহিলা ও শিশু ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যায়। পাশাপাশি নদী মাতৃক এই এলাকায় ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরির পাশাপাশি নির্বিচারে গাছ কাটার বিরুদ্ধে সাওয়াল করেন পুলিশ জেলার আধিকারিকরা। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার ও বন্ধের আবেদন জানান তারা। আর এইসব কিছু তখনই সম্ভব যখন এলাকার সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন হবেন। তাই এদিন এলাকার পড়ুয়াদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার ও প্রত্যেকে তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু বান্ধবদের এ বিষয়ে যাতে সচেতন করেন সে বিষয়ে ভূমিকা নেওয়ার আবেদন জানান পুলিশ কর্তারা। এদিন নাচ, গান, নাটকের মাধ্যমে এইসব বিষয়ে সচেতন করা হয়।

দক্ষিণ জ্বলছে উত্তর ভাসছে

প্রথম পাতার পর

ওই তিন দিকের বাতাস এসে যাতে মরুভূমির তপ্ত শিখাকে নিভিয়ে না দেয় তার জন্য কোটি কোটি বছর ধ্যান গম্ভীর হিমালয় মৌন তাপস সেজে বসে আছে। মরু বক্ষের তপ্ত স্থানে সুগঠিত নিম্নচাপ বলয় ৯৯৬ থেকে ৯৯৮ মিলিবারের কাছাকাছি থাকে। মরুভূমি রিক্ত ও দীন ভিখারি সেজে যুগ যুগ ধরে আত্মত্যাগ করে আছে। প্রকৃতি দেবী সব সময় তাই রাজস্থানকে জল সঙ্কটের আবর্তে রেখে দেন। রাজস্থানের এই আত্মত্যাগই ভরত উপমহাদেশকে সুজলা সুফলা করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। প্রকৃতি দেবী রাজস্থানের তপ্ততাকে বজায় রাখতে আরাবল্লি পর্বতমালাকে ৭০ কোটি বছর আগেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। প্রায় কোটি বছর আগে হিমালয়ের জন্মের পর তাই পূর্ববাহিনী ঢাল বেয়ে অসংখ্য নদী উপনদী নেমে এসেছে। একমাত্র খরস্রোতা সিন্ধু নদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনও নদীকে সৃষ্টি করেন নি প্রকৃতি দেবী। রাজস্থানের অধিবাসীরা প্রকৃতির অভিশাপ বলে নিয়ে জলকষ্ট সম্বল করে যুগ যুগ ধরে দিব্যি ঘর সংসার করে এসেছে। প্রকৃতি যেটা করে সেটাই বিজ্ঞান।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা দেশভক্ত নয়। তাই প্রকৃতি দেবীর কৃপাকে মান্যতা না দিয়ে বীর বিক্রমে মরু সংহার করে মরুভূমিকে সেচ প্রথায় জালক খানের বিস্তার ঘটিয়ে তপ্ত মরুকে ঠাণ্ডা করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। প্রকৃতির তৈরি করা মরুভূমির তপ্ত উনুনকে ঠাণ্ডা করে দেওয়ায় মৌসুমী আঁতুর ঘর ভেঙে খান হয়ে গেল। মরুভূমি রাজস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তুর মতো মধ্য ভারতে বিপুল অংশে ছোট ছোট টাক পড়ার মতো অবস্থান নিয়ে বাসা বেঁধেছে নিম্ন চাপের (L)-এর নানা কেন্দ্র। তাই মধ্যভারত জুড়ে (L)-এর ছড়াছড়ি। শুরু হয়ে বিপরীত মুখী নিম্নচাপের প্রবাহ। মরুভূমির তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। যে রাজস্থান বৃষ্টি দেখে নি। সে রাজস্থানে বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে। নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু (L) ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ায় বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর বা আরব সাগরের থেকে ঘড়া ঘড়া জল নিয়ে আর মেঘেরা সুশৃঙ্খলিত পথ বেয়ে আসতে পারছে না। বাংলার আকাশে তাই আর জলদ বা নিম্বাস মেঘের অস্তিত্ব নেই। আছে পাতলা স্ট্র্যাটাস নামক স্তর মেঘ। দক্ষিণ বঙ্গের আকাশ তাই গোটা বর্ষাকালটা মুখ ভার করে রইল। মৃদু মৃদু পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পর্বতে বাঁধা পেয়ে জমে বৃষ্টিতে মাত করে দিল। এর উপর বিপ্রতীপ মৌসুমী বায়ুর জন্য উত্তর পূর্ব পথ বেয়ে আরব ও ভূমধ্য সাগরের জল নিয়ে সম্মুখ সমর বাঁধিয়ে গামছা নিংড়ানোর মতো অবস্থা তৈরি করে ভাসিয়ে দিল উত্তর।

দক্ষিণে দুর্বলতা অজুহাত সন্ত্রাস

প্রথম পাতার পর

প্রতিবেদকের আরও প্রশ্ন ছিল শুধু কী সন্ত্রাস? ডেপুটেশন দিতে না পারার জন্য কী দুর্বল সংগঠন দায়ী নয়? অভিজিৎবাবু বলেন, দেখুন মস্তানদের সঙ্গে লড়াই করা যায়, কিন্তু সরকারি পুলিশ যদি শাসক দলের হয়ে কাজ করে, তাহলে কী করব?

প্রসঙ্গত বিজেপির নীচুতলার অনেক কর্মী বলেছেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসভা ভোটে ভালো ফলাফল করার পরও, বিজেপি নেতাদের সেভাবে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন অঞ্চলে বিজেপির কর্মীরা শাসকদলের হাতে অত্যাচারিত হলেও সংগঠিত কোনও আন্দোলন হচ্ছে না। এরফলে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা হতাশায় ভুগছে। বিজেপির জেলার এক নেতা বলেন, শুধু আবেগ দিয়ে তৃণমূলের মতো একটা সংগঠিত দলের বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব। রাজ্যের অন্যত্র যখন বিজেপি জঙ্গি আন্দোলন করছে সেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিম) জেলায় শাসক দলের সন্ত্রাসের ভয়ে আমরা তটস্থ হয়ে বসে আছি। এভাবে চলতে থাকলে বিজেপির কর্মীরা হতাশার অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যাবে। ওই নেতা আরও বলেন, ৩৪ বছরের বাম অপশাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা ব্যানার্জী। তাই সংগঠনের দুর্বলতার কথা স্বীকার না করে সন্ত্রাসের অজুহাত দেওয়াও ঠিক নয়।

Government of West Bengal
DEPAREMENT OF FOOD & SUPPLIES
OFFICE OF THE DISTRICT CONTROLLER (F&S),
SOUTH 24 PARGANAS
New Admn. Bldg., 7th Floor, Alipore, Kolkata-700 027
Ph. No. : (033)24795882 Email : dcfs2.s24pwh@gmail.com

ADVERTISEMENT

Applications are invited from the intending Self Help Groups/Registered Co-Operative Societies/Semi Government bodies/individuals group of for filling up the resultant vacancy of M. R. Distributorship at Jamtalahat at Kulti P.S. in the district of South 24 Parganas.
For further details please contact the office of the DCF&S 24 Pgs.(S)/The Departmental e-site : www.wbpds.gov.in, /District Portal : s24pgs.gov.in.
Last dat of submission of application is within 19.08.2019
Sd/-
District Controller, (F&S),
South 24 Pgs

বৃষ্টির আকাল

প্রথম পাতার পর

যদিও জেলা জুড়ে এই বৃষ্টির আকালের মধ্যেও বীজতলায় তেমন কোনো ক্ষতির আশঙ্কা দেখছেন না জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা। তবে জলের অভাবে যে চাষ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন দফতরের আধিকারীকরা। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) কাজল চক্রবর্তী বলেন, অন্যান্য বছরে এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টির জলে জেলার অর্ধেক জমিতে ধান রোয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এবার শুধুমাত্র বৃষ্টির জলের অভাবে তা এখনও পর্যন্ত করা যায়নি। তবে আগামী মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ধান রোয়ার সময় রয়েছে।আশা করি এর মধ্যেই বৃষ্টি হয়ে গেলে সেই সমস্যা মিটবে। তবে মাঠ থেকে নতুন সেই ধান উঠতে সময় কিছুটা হলেও পিছিয়ে যাবে। বাসন্তী ব্লকের স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী যুবক মেহেদি হাসান সেখ বলেন অনাবৃষ্টির জন্য ধানচাষ যেমন থমকে রয়েছে ঠিক তেমন ভাবেই সবজী চাষের ক্ষেত্রেও ক্ষতির আশঙ্কা তৈরী হয়েছে। তিনি আরও বলেন এলাকার রাস্তার পাশে ৪০০ গাছ লাগানোর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অনাবৃষ্টির কারণে গাছ লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

আর রাজনীতি নয় : মাধবী

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও, শিল্পী সংসদ তো আছেই। কিন্তু সই করার পরেই যে এমন বিপদে পড়বেন তা তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর কাছে অহরহ ফোন আসতে থাকে, এবং সকলেই জানতে চান তিনি সত্যিই কি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন? তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য শিল্পীদের নিজের কাজ মন দিয়ে করা উচিত। তা ছাড়া অনর্থক রাজনীতিতে যাওয়াটা তিনি পছন্দ করেন না। তবে অভিনয় জগতের অন্য কেউ রাজনীতি করলে বা সাংসদ কিংবা বিধায়ক হলেও তার যে কোনও আপত্তি নেই তা তিনি জানিয়ে দেন। তিনি খোলসা করে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, যারা এহেন কাজ করেছে তারা খুবই শিশুসুলভ কাজ করেছে। তাদের সত্য ঢেকে মিথ্যাচার করাটা একদমই উচিত হয় নি। তিনি বুঝতেই পারেননি যে তারা বিজেপির তরফ থেকেই এসেছিল কারণ তেমন কোনও বিজেপির নেতারা তাদের সঙ্গে ছিল না। সেক্ষেত্রে তিনি লকেট চট্টোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করে বলেন, তাঁর অতি স্নেহভাজন সে। এবং বিভিন্ন কথার প্রেক্ষিতে তাঁর কাছে আসা মিলন ভৌমিক বলেছিলেন তিনি ভয় পেয়েই উল্টো সুর গেয়েছেন। তাতেও শুক্রবার তিনি জল ঢেলে দিয়েছেন, বলেছেন কাউকেই ভয় পেয়ে নয়, আমি যা করেছি সজ্ঞানেই। একই সঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে পালা বদলের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের অনেক উন্নয়নের কাজ করেছেন। তাই সেদিন সমর্থন করেছিলাম। এমনকী তিনি এও জানান, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে যাদবপুর থেকে তৃণমূল প্রার্থী হওয়া আসলে স্টার থিয়েটার বাঁচানোর পদক্ষেপ।

বিজ্ঞপ্তি

এফ.এ.টি ৫৬৯ অফ ২০১৩
উইথ
সি.এ.এন ১২৬৫৩ অফ ২০১৩
উইথ
সি.এ.এন ৭২৮২ অফ ২০১৪
এবাদ আলি মোল্লা..........অ্যাপিল্যান্ট
বনাম
জয়ন্যাল সর্দ্দার দিগর........... রেসপনডেন্ট

এতদ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইংরাজি ১৭/১২/২০১৮ তারিখে মাননীয় বিচারপতি ডাঃ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী ও মাননীয়া বিচারপতি মধুমতি মিত্র আদেশমতে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত কেসটি আগামী ২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারিয মাসে অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে আসিবে। এবং মাননীয় বিচারপতি হরিশ ট্যানটন মাননীয় বিচারপতি হিরণময় ভট্টাচার্য্য গত ৯/৭/১৯ তারিখে পূর্বাতন অর্ডারের তারিখ ১৭/১২/১৮ তারিখে অপর তিন সপ্তাহের জন্য বর্ধিত করেছেন।

উপরোক্ত আদেশের মূলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে এতদ্বারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, তাহাদিগকে স্টে-প্রিটিশান ও লিমিটেশান অ্যাপ্লিকেশন ডাকযোগে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু বিবাদী নম্বর ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৪১, ৪৯, ৪০, ৫৫ এনভিলাপ ফেরৎ আসিয়াছে। কারণ তাহারা ঠিকানা পরিবর্তন করিয়াছে। এবং বিবাদী নম্বর ২৪, ২৫, ২৭, ৫২, ৫৭ ও ৬০ নম্বর বিবাদীর কার্ড সম্পূর্ণ ঠিকানা না থাকার জন্য ফেরৎ আসিয়াছে। বিবাদী নম্বর ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪২, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬১ ইহাদের কার্ড ফেরৎ আসে নাই। এমতাবস্থায় বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, তাহারা কোর্টে হাজির হইয়া তাহাদের বক্তব্য আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে লিস্টে আসিলে তাহাদের বক্তব্য দাখিল করিবেন।

বিবাদীগণের নামের তালিকা

১। জয়ন্যাল সর্দ্দার, পিতা- মৃত ইউসুফ গ্রাম- মাধবপুর, পোঃ- আলিদা থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৩। মুজিবর লস্কর, পিতা- সহেদ লস্কর, ৫। মরছেলেম ঘরামী, ৬। মজাফর ঘরামী, ৭। মস্তাকীন ঘরামী, সর্বপিতা- রহমদ ঘরামী, ৮। রইচ লস্কর, পিতা- ঁজিয়াদ লস্কর, ৯। আব্দুল গায়েন, পিতা- বাসার গায়েন, ১০। বজরুদ্দিন ঘরামী, পিতা- কুশাই ঘরামী, ১১। নয়দার আলি মোল্লা, পিতা- ঁখাজাবক্স মোল্লা, ১২। কুদ্দুস সর্দ্দার, পিতা- ঁইউসুব সর্দ্দার, ১৩। হাসানুর মোল্লা, পিতা- আজিজুল মোল্লা, সর্বসাং- মাধবপুর, পোঃ- আলিদা, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ১৪। অজিত চক্রবর্ত্তী, ১৫। অজয় চক্রবর্ত্তী, ১৬। তপন চক্রবর্ত্তী, সর্বপিতা-মন্মথ চক্রবর্ত্তী, ১৭। নমিতা চক্রবর্ত্তী, পিতা - ঁঅনিল চক্রবর্ত্তী, সাং- মোহনপুর, পোঃ - দক্ষিণ মোহনপুর, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২দ পরগণা, ১৯। উর্ম্মিলা চক্রবর্ত্তী, স্বামী - অনিল চক্রবর্ত্তী, ২০। সরোজ রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, পিতা - সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, সাং- মোহনপুর, পোঃ- দক্ষিণ মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৪। পরিজান বিবি, স্বামী- রাজু ঘরামী, ২৫। সুবল চক্রবর্ত্তী, পিতা - নিশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ২৭। জয়ন্তী মুখার্জ্জী, স্বামী- অমরেন্দ্র মুখার্জ্জী, সর্ব সাং- মোহনপুর, পোঃ দক্ষিণ মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০। পঞ্চমী চক্রবর্ত্তী, স্বামী - নিশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৩১। চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী, ৩২। অলোক চক্রবর্ত্তী, ৩৩। চিন্ময় চক্রবর্ত্তী, পিতা - ঁমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, ৩৬। সাদ্দাম আলি লস্কর, পিতা - হাঁদা লস্কর, সর্বসাং - মোহনপুর, পোঃ- দক্ষিণ মোহনপুর, থানা - মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৪১। আশালতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী - বলাই চক্রবর্ত্তী, সাং - মোহনপুর, পোঃ - দক্ষিণ মোহনপুর, থানা- মগরাহাট, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৫২। অঞ্জনা চক্রবর্ত্তী, পিতা- বলাই চক্রবর্ত্তী, ৫৫। ঝড়ে চক্রবর্ত্তী, পিতা - অনিল চক্রবর্ত্তী, ৫৭। নকুল সর্দ্দার, পিতা - তরণী সর্দ্দার, ৬০। জাকির মহম্মদ, পিতা - নায়েব আলি, সর্বসাং - মোহনপুর, পোঃ - দক্ষিণ মোহনপুর, থানা - মগরাহাট, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

সত্যজিৎ মণ্ডল,
অ্যাডভোকেট,
হাইকোর্ট কলিকাতা,
১৮/৭/১৯

মহানগরে

জল ধর জল ভর : জল বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্প তুমুল প্রচার আর সেইজন্য নিজে স্বয়ং প্রশাসনের সকলকেই নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন মানুষের মনে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় জল অপচয়ের নজির চোখে পড়ে। রাস্তার ধারে কলে স্টপ কক চোখে পড়ে না। আবার থাকলেও তা অধিকাংশই বিকল, তাই জল ঝরঝর করে বেরিয়ে নষ্ট হয়। তবে নিশ্চয়ই প্রশাসনের নজরে পড়েছে। আশা করা যাবে প্রকল্পের সাথে সাথে এসব বিষয়ও খুব শীঘ্রই সুরাহা হবে।

জল উৎপাদন অঞ্চলেই বছরভর জলকষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বরো ভিত্তিক যে যে কাজগুলি বিভিন্ন কারণে আটকে রয়েছে বা যে কাজে অসুবিধা রয়েছে সেগুলি পুর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আলোচনার জন্যই এই 'পুর প্রশাসনিক সভা'র ব্যবস্থাপনা। গত ১৩ জুলাই পুর মহাধ্যক্ষ দুই বিশেষ পুর মহাধ্যক্ষ, পুরসচিব, পুর অর্থ দফতরের কন্ট্রোলার সহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতা বন্দর এলাকাস্থিত সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোডের ১৫ নম্বর বরো কার্যালয়ে কলকাতার চতুর্থ 'পুর প্রশাসনিক সভা'তে বসেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই বরোতে মোট ওয়ার্ড রয়েছে ন'টি (ওয়ার্ড নম্বর : ১৩৩–১৪১)। আর এই ন'টি ওয়ার্ডেই রয়েছেন তৃণমূল পুর প্রতিনিধিগণ। বরো অধ্যক্ষ রয়েছেন ১৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পুর প্রতিনিধি রণজিৎ শীল। এই বরোর মধ্যে

রয়েছে ফতেপুর, আয়রন গেট রোড, পাহাড়পুর রোড, মুদিয়ালি রোড, কারবালা লেন, বড়তলা, রাজাবাগান, মেটিয়াব্রুজ, নাদিয়ালের মতো তল্লাট। মহানাগরিক বলেন, বেসিক সিভিক সার্ভিসের প্রতি পুর প্রতিনিধিদের অতিরিক্ত দৃষ্টি আরোপ করতে হবে। যেমন – পানীয় জল সরবরাহ, মসৃণ রাস্তা, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, যথেষ্ট পরিমাণ আলো ও জঞ্জাল সাফাই। এদিনের সভায় আলোচনা হয় স্থানীয় গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প থেকে দৈনিক ১৮৭ মিলিয়ন গ্যালন জল দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে সরবরাহ হচ্ছে। অথচ স্থানীয় গার্ডেনরিচ লাগোয়া মেটিয়াব্রুজ, মুদিয়ালি, রামনগর এলাকায় বছরভরই জলকষ্ট। এরই সঙ্গে পানীয় জলের অপচয় রোধে কলকাতার সমস্ত পুরপ্রতিনিধিদের এ বিষয় মহানাগরিক আরও দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও ১৫ নম্বর বরো এলাকায় যে সব কলের মুখ খোলা আছে ও পাইপলাইনে ফাটল আছে, তা মেরামতির নির্দেশ এদিনের সভায় থেকেই পুর জল সরবরাহ দফতরের আধিকারিক দিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

এদিনের বৈঠকে মহানাগরিক পরিষ্কার রূপে পুর প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন, কোনও নাগরিক অভিযোগ নিয়ে এলে, তা শুনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। কোনও ভাবেই ওই নাগরিককে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। এই বৈঠকে স্থানীয় বেশ কয়েকটি রাস্তার বেহাল দশা ও নিয়মিত জঞ্জাল সাফাই বিষয়ে সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা হয়।

মুদ্রা উৎসব

উজ্জ্বল সরদার : গত ১২ ই থেকে ১৪ ই জুলাই কলকাতার ২৪, বালিগঞ্জ পার্কের হলদিরাম ব্যাঙ্কোয়েট হলে মুদ্রা উৎসব ২০১৯' অনুষ্ঠিত হল। কলকাতা মুদ্রা পরিষদের আয়োজনে সংগ্রাহকদের জমজমাটি এ উৎসব ছিল বিশেষ নজরকাড়া। মানুষের বিবিধ শখের মধ্যে মুদ্রা, ব্যাঙ্ক নোট, ডাকটিকিট–খাম, অটোগ্রাফ, দেশলাই বাক্স প্রভৃতি সংগ্রহের শখ বেশ প্রথম সারির বলা যায়। আর এধরণের বিবিধ শখের সামগ্রীর বিকিকিনির উৎকৃষ্ট স্থান হয়ে ওঠে এ ধরণের উৎসব। রাজ্যের ও দেশের সংগ্রাহকদের পাশাপাশি বিদেশি সংগ্রাহকদের উপস্থিতি ছিল এবার বিশেষ নজরকাড়া। এ উৎসবে প্রাচীন যুগের মুদ্রা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন বৈশিষ্টের মুদ্রা– ব্যাঙ্ক নোট, বিদেশি মুদ্রা, ডাক সামগ্রী ও অন্যান্য শখের উপাদান সবই পাওয়া গেছে। শখের এমন বিস্তৃত জগত বেশির ভাগ সময়েই মানুষের ব্যাক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ হলেও এধরনের অনুষ্ঠানে শখ' ই আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহকদের পাশাপাশি সাধারণ বহু উৎসাহী মানুষের ভিড়ে ৩ দিনের এ অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। কলকাতা মুদ্রা পরিষদের সম্পাদক রবিশঙ্কর শর্মা এ অনুষ্ঠানটি সুস্থভাবে পরিকল্পনা করে বাস্তবায়িত করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। শর্মা তাঁর সাক্ষাকারে জানান– কলকাতা মুদ্রা পরিষদ মুদ্রাতত্ব চর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মধ্যেই এক অগ্রণী সংস্থা। আমাদের ৩ দিনের এ উৎসবের আয়োজন মুদ্রা সংগ্রহ কে আরও বেশি বেশি উৎসাহ প্রদানের জন্য। উৎসবের ৩ দিনই হাজির ছিলেন বিশিষ্ট মুদ্রা সংগ্রাহক অনুপ মিত্র। তিনি বলেন– দেশের অর্থনৈতিক–সামাজিক ঐতিহ্য কে ধরে রাখতে মুদ্রাতত্ব চর্চার অবদান অসীম। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পঠনপাঠনের বাইরে শখে মুদ্রা সংগ্রহের মাধ্যমে এমন চর্চার প্রসার ঘটানোর জন্য এসব উৎসবের ভূমিকা অনন্য। আবার বিশিষ্ট মুদ্রা বিশারদ ডঃ শঙ্কর কুমার বোস এমন উৎসবে হাজির হয়ে কলকাতা মুদ্রা পরিষদ কে বিশেষ শুভেচ্ছা জানান– মুদ্রা চর্চার বিষয়ের প্রচার কে তরান্বিত করার জন্য। সঠিক ইতিহাস প্রতিভাত হওয়ার জন্য মুদ্রাতত্ব চর্চা যে ভীষণ জরুরি তাও তিনি জানান। প্রায় শতাধিক মুদ্রা ও অন্যান্য শখের সামগ্রী বিক্রেতার উপস্থিতিতে ৩ দিনের এ অনুষ্ঠানে সর্বক্ষণ ক্রেতাদের ভিড় লেগে ছিল। ৩ দিনের এ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কলকাতা মুদ্রা পরিষদ এ বছরের শেষে তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠান যে আরও জমকালো করতে বিশেষ উদ্যোগী সে বার্তা অবশ্যই কাজের মাধ্যমেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

নেই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম চর্মরোগে আক্রান্ত সাফাইকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত ১৪৪টি ওয়ার্ডের 'স্বর্ণজয়ন্তী শহরী রোজগার যোজনা'র কর্মীরা (১০০ দিনের কর্মী) নিকাশিনালা, রাস্তা, জঞ্জাল, পুকুর, উদ্যান,বস্তি সাফসুতরো করে ওয়ার্ডগুলিকে সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করার জন্য যথাসময়ে তারা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পায় না। সেজন্য তাদের শরীরে চর্মরোগ দেখা যাচ্ছে এবং হাত–পা কেটে যাচ্ছে। এ বিষয়ে ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পুরপ্রতিনিধি মধুছন্দা দেবের প্রস্তাব এই কর্মীদের কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় গামবুট, গ্লাভস, বর্ষাতি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা করা হোক।

প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা ঠিক যে 'শহরী রোজগার যোজনা'র কর্মীরা অনেক ওয়ার্ডে খুব ভালো পরিষেবা দিচ্ছে। এবং এটাও ঠিক যে, যেহেতু আমাদের সাফাই কর্মীর বেশ কিছুটা অভাব আছে। 'শহরী রোজগার যোজনা'র কর্মীরা সেই জায়গাটায় 'সার্ভিস' দেন। এবং পুর প্রতিনিধিরা তাদের নিজেদের দেখভালের মধ্যে দিয়ে এই কর্মীদের নিয়ে নিজেদের ওয়ার্ডগুলি সাফসুতরো করেন। মহানাগরিক

আরও বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে অ্যাপ্রন, মাস্কস বা যে কথাগুলি আপনি বলেছেন, সেগুলির 'ওয়ার্ক–অর্ডার' দেওয়া হয়ে গেছে। কিছু দিনের মধ্যে সেগুলি এসে যাবে। এবং এটা ঠিক যে সুপারভিশনের জন্য আপনি যে বর্ষাতি এবং সাইকেলের কথা বলেছেন আমি একটু পুর অর্থদফতরের সঙ্গে কথা বলে, এগুলি দিতে কত টাকা লাগবে। সেটা দিতে পারা যাবে কী না? এটা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আমিও বিবেচনা করবো।

বড়বাজারে জঞ্জাল অপসারণ ব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মধ্য কলকাতার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে পুর 'সলিড ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট' থেকে পার্মানেন্ট স্টাফ যথা : কঞ্জারভ্যান্সি ওভারসিয়ার, সাব–ওভারসিয়ার, ব্লক সরকার, লেবার কমে যাওয়ায় ওয়ার্ডের জঞ্জাল অপসারণের কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না। কলকাতার বড়বাজারের মতো জনবহুল ব্যবসা কেন্দ্রে সেজন্য সাধারণ মানুষের থেকে ক্রেতা–বিক্রেতাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। শীঘ্রই এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য কলকাতা পুরসংস্থার পক্ষ থেকে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করার বিষয়ে স্থানীয় ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর–প্রতিনিধি বিজেপি–র মীনা দেবী পুরোহিতের তোলা প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, মীনা দেবী পুরোহিত ওনার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ওনার ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণ বিষয়ে যতো জন কর্মী থাকার কথা

ততোজন কর্মী নেই। ওনার ওয়ার্ডে ১০ জন 'এস. ও' থাকার কথা, সেখানে রয়েছে মাত্র চার জন। এবং কন্ট্রাকচুয়াল নিয়ে ৬৫ জন মজদুর ওনার ওয়ার্ডে রয়েছে। এটা ঠিক যে লাগোয়া যে রাস্তাগুলি আছে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এলাকাগুলি আছে। যেখানে কলকাতা পুরসংস্থা ইচ্ছে করলেও কঞ্জারভ্যান্সি সার্ভিস প্রভাইড করতে পারে না। গঙ্গার পাড়ে স্ট্যান্ড রোড দিয়ে আরম্ভ করে গঙ্গার ধারে পোর্টের জায়গা আছে। যেখানে পোর্ট নিজেরাও জঞ্জাল অপসারণ করে না। আবার কলকাতা পুরসংস্থাকে ওনার এলাকার জঞ্জাল অপসারণ করতে দেয় না। সেই জায়গাগুলি একটা 'নরককুণ্ড' জায়গায় পরিণত হচ্ছে। মহানাগরিক আরও বলেন, ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি হিসাবে এটা ঠিক যে ওয়ার্ডবাসীদের জনস্বাস্থ্যের জন্য ওনার একটা উদ্বেগ আছে যে কিভাবে এই কাজটা করা যায়। এ বিষয়ে কলকাতা পুরসংস্থা সম্পূর্ণ রূপে আপনার পাশে আছে বলে মহানাগরিক জানান। এবং পুর কর্তৃপক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে যে আরও দু'জন 'কঞ্জারভ্যান্সি ওভারসিয়ার' দিয়ে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের পরিকাঠামোটাকে ঠিক করা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার চিঠি লেখার পরেও ওই পুরো স্ট্যান্ড রোড থেকে গঙ্গার ঘাট উত্তর কলকাতার নিমতলা পর্যন্ত কিছুতেই ওই জায়গায় না নিজেরা করছে, না কলকাতা পুরসংস্থাকে জঞ্জাল অপসারণ করার অনুমতি দিচ্ছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে রুটি মেকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের 'রুটি মেকার' দেওয়ার পরিকল্পনা প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, উত্তর প্রদেশে রাজ্যের নয়দা'য় প্রস্তুত এই রুটি তৈরি মেশিনের সাহায্যে ঘন্টায় এক হাজার রুটি তৈরি হবে। তারকবাবু বলেন, মহানাগরিকের কাছে প্রস্তাবটি রাখবো মহানাগরিক গ্রহণ করলে শহরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মেশিন বিতরণ করা হবে।

বিপিএলে'র কাজ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার অধীনস্থ বিপিএল তালিকায় নাম নথিভুক্ত করানোর কাজ সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের আইনবিধির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা পুনরায় আবার চালু হয়েছে বলে জানান নির্দিষ্ট দফতরের মেয়র পারিষদ ইন্দ্রাণী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত ব্যক্তির বিপিএল তালিকায় নাম নথিভুক্ত করণের কাজ বাকি আছে তারা ফর্ম ফিলাপ' করে বিপিএল তালিকায় নিজ নাম যুক্ত করতে পারেন। এ পর্যন্ত যে 'ফর্ম' নির্বাচনের আগেই জমা পড়েছিল, সেই ফর্মের 'সার্ভের' কাজও চলছে। ২০১৪–এ প্রকাশিত বিপিএল তালিকায় বিভিন্ন রকম সংশোধনের প্রক্রিয়াও একই সঙ্গে জারি রয়েছে। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি'র পুর প্রতিনিধি মীনা দেবী পুরোহিতের এক অনুসারী প্রশ্নের উত্তরে মেয়র পারিষদ বলেন, আমি নির্দিষ্ট আধিকারিকদের বলবো ২২ নম্বর ওয়ার্ডসহ কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে 'ফর্ম' দেওয়া হয়।

কাটমানি নিয়ে বেহালায় বিজেপির ধরনা। –ছবি: অরুণ লোধ

কেমন আছে চেতলা সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট ব্রিজের যমজ ব্রিজ চেতলা ব্রিজের ওপর থেকে দেখলে এই ব্রিজের স্বাস্থ্যের প্রকৃত অবস্থা বোঝার কোনও উপায় নেই। ওপর থেকে এই সেতুর স্বাস্থ্যের অবস্থা বোঝা যায় তখনই যখন ভারী গাড়ি যায়। তখন সেতুর কম্পন বোঝা যায়। সেতুর নীচের 'ব্যারিয়ার গার্ড' বলে কিছু নেই। সেই সুযোগে সেতুর নীচ দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি যাচ্ছে। রাতে ওভারলোডেড গাড়ির ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে সেতুর কাঠামোয়। গাড়ির ঘষায় অনেক জায়গায় পলেস্তারা উঠে গিয়েছে। ফলে একটু একটু করে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে চেতলা সেতু। আবার সেতুর নীচে দখলদার গজিয়ে ওঠায়। তার চাপে সেতুর 'বিয়ারিং' ঢাকা পড়ে গিয়েছে। আবার সেতুর রেলিং দিয়ে ঝুলছে আবর্জনায় ঠাসা বড়ো বড়ো বস্তা, যার ভার বহন করতে হচ্ছে

সেতুর রেলিংকে। নতুন নয় বাম আমল থেকেই এই সেতু অবহেলার শিকার। বর্তমানে কেবল সেতুর নীল–সাদা রঙ হলেও পরিকাঠামো গত কোনও সংস্কার হয়নি। উল্টে মাঝের হাট ব্রিজ ভাঙার পরে এই সেতুর ওপর গাড়ির চাপ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন হয়েছে। সেতুর ব্যস্ততা গত এক বছরে অনেক বেড়েছে। অথচ এই সেতুর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কোনও পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লক্ষ্য করা যায়না। ব্যারিয়ার গার্ড বেশ কয়েক মাস যাবৎ ভেঙে রয়েছে। এদিকে কেএমডিএ–র আধিকারিকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই সেতুটি নিয়ে নিশ্চিন্তে থামতে পারেন। প্রসঙ্গত, গত ১৩ জুলাই রাতে নিকটবর্তী কালীঘাট ব্রিজের স্বাস্থ্য করা হয়, পরবর্তী ২৪ ঘন্টা ওই সেতু দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখে।

নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে 'স্বচ্ছ ভারত সামার ইন্টার্নশিপ' চলছে বিভিন্ন জায়গায়। উপস্থিত থাকছেন নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক রঘুমনি চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

নেতাজি সংক্রান্ত বিচার ফাউণ্ডেশনের শুভ সূচনা

মলয় সুর, কলকাতা : ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পুরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামী নায়কের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস শুরু হল বৃহস্পতিবার নেতাজি বিষয়ক এক কনফারেন্সের প্রেস মিটের মাধ্যমে। নেতাজির মৃত্যু রহস্যজনক হলেও ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমানবন্দরে তাঁর মৃত্যু হয়নি, জানালেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তথা নেতাজি বিশেষজ্ঞ জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। এদিন নেতাজি বিচার ফাউন্ডেশন–এর শুভ সূচনার মঞ্চ থেকে তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকার সম্পত্তির হদিশ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেন। নেতাজি যে সম্মানের দাবিদার ছিলেন তা তিনি তৎকালীন ভারত সরকারের কাছ থেকে পাননি। তাঁকে কোনও রাজনৈতিক দল ফ্যাসিবাদ, তোজোর কুকুর বলে বিভিন্নভাবে তির্যক করা হয়।

তিনি জানান, বহুবার কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে নেতাজি সম্পর্কিত গোপন তথ্য প্রকাশের আর্জি জানানো হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। নেতাজি সংক্রান্ত যে ৪১টি গোপন ফাইল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আছে তা প্রকাশ পেলে সমগ্র ভারতবাসীর সামনে সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। ফাইল প্রকাশিত হলে বহু অজানা তথ্য সামনে আসবে। রাশিয়ার কেজিবি সংক্রান্ত বহু তথ্য উঠে আসবে। সেগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে নেতাজিকে সে সময় কীভাবে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল।

তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাছে বাহাত্তর হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। কে বা কারা এই সম্পত্তি লুঠ করল তার কোনও হদিশ নেই। এ বিষয়ে তৎকালীন ভারত সরকার কোনও পদক্ষেপই গ্রহণ করেননি।

পাশাপাশি ভারতে তিনটি মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ এক ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দুই লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও তৃতীয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আইএনএ'র পাঁচশো সেনাকে বারাসতের নীলগঞ্জে বিচারের নামে হাজির করে গুলি করে হত্যা প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটনেরও দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সভাপতি অমৃতা ভট্টাচার্য, পেশায় তিনি স্কুল শিক্ষিকা ইতিহাস বিষয়ে। তিনি জানালেন, নেতাজি সংক্রান্ত নানা তথ্য জনমানসে তুলে ধরা। এমন কি নেতাজির অপ্রকাশিত সব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায় কীভাবে সেই চেষ্টা করব। নেতাজি ভারতবাসীর কাছে এমন এক অজানা অধ্যায় যা জানার জন্য ভারতবাসীরা অধীর আগ্রহে বসে আছে। এই আবেগকে বঞ্চিত করলে চলবে না।

নেতাজির মৃত্যু নিয়ে যে ভ্রান্ত ও মিথ্যা তথ্য প্রকাশিত রয়েছে তার অবসান করে প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশিত হোক। এদিন কলকাতায় এক অভিজাত হোটেলের সেমিনারে সংস্থার সূচনা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অমৃতা ভট্টাচার্য, নেতাজি গবেষক পূরবী রায়, অভিনেত্রী তৃণমূল বিধায়ক তথা পশুপ্রেমী দেবশ্রী রায়, প্রাক্তন বিচারপতি অরুণাভ বড়ুয়া, প্রাক্তন আই জি আই বি পঙ্কজ দত্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডুর নাতি সংগীতশিল্পী অভিজিৎ চ্যাটার্জী প্রমুখ। এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করে সোহিনী চক্রবর্তী।

মাঙ্গলিকী

বন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ইন্দ্রাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধু এক আশা সমাজসেবী সংগঠনে বার্ষিক সাধারণ সভায় সারা বছরের কর্মকাণ্ডের তালিকা প্রকাশ করল সংগঠন। পুজোয় ২৫ হাজার দুঃস্থ বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নতুন জামা–কাপড় প্রদান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথাও তারা জানান। গত বর্ষের হিসাব পেশের সাথে সাথে এই বছরের এক কমিটি তারা প্রকাশ করেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার, চেয়ারম্যান দীনেশ পোদ্দার, প্রধান উপদেষ্টা দীপক সরকার, সম্পাদিকা কেয়া চন্দ, সভাপতি প্রীতম সরকার এবং সহসভাপতি আশিস দত্ত ও চঞ্চল চক্রবর্তী। এবছরও তারা তাদের কর্মকাণ্ডকে আরও সুদূরপ্রসারী করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

অ্যালবাম প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি কলকাতা প্রেস ক্লাবে শ্যামাসঙ্গীত ও অন্য আর একটি গানের অ্যালবাম প্রকাশ পেল। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, ভাটিয়ালি থেকে শুরু করে শ্যামাসঙ্গীত। 'তারা তুই আমার মা' নামে এই অ্যালবামটি ও মধুর কণ্ঠে গানটি সকলের মন ছোঁবে বলে আশাবাদী সকলে। গানটির পুরো শ্যুটিং হয়েছে তারাপীঠে। তারাপীঠের মন্দির ফুটে উঠেছে গানের মাধ্যমে। গানটি লিখেছেন শিল্পী সঙ্গীতা দে, সুর দিয়েছেন শিল্পী রণবীর রায় নিজেই। এবং সুরের বিন্যাসের দায়িত্ব পালন করেছেন সৌমেন নন্দী।

আর একটি অ্যালবাম 'তোর এই ভালোবাসারই ছোঁয়াকে' এই অ্যালবামটির সুর করেছেন রণবীর রায় নিজেই। এবং গেয়েছেন সঙ্গীতা দে। সমগ্র অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা রাহুল বর্মন, অ্যাঞ্জেল ডিজিটাল চ্যানেলের প্রধান সুজিত পাল সহ অন্যান্যরা।

চোখে পড়া অভিনয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিচালক অনির্বাণ রায়চৌধুরীর মূল নির্দেশনায় গত ৯ জুন উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিট স্থিত মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে নাটক 'আঁখি পল্লব' আবার নবরূপে মঞ্চস্থ হল। সুজন চক্রবর্তী ও প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়ের দ্বৈত নির্দেশনায় নাট্যকার মনোজ মিত্রের 'আখি পল্লব' নাটকটির মধ্যে ভালোবাসার সরলতম ভাবনাটি ফুটে ওঠে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রিয়া (আঁখি) মানানসই। এছাড়া গল্পের প্রয়োজনে পল্লবে'র (তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী) অভিনয় বেশ উপভোগ্য। কলকাতার গিরিশ, মিনার্ভা, মুক্তাঙ্গন ইত্যাদি নাট্য মঞ্চে একাধিকবার মঞ্চস্থ নাটকটি দর্শকমণ্ডলী আরও একবার অন্যরূপে পেয়েছে আলো (বাপ্পা বসাক), মঞ্চ ও নির্মাণের জন্য। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের অভিনেতারা নিজেদের অভিনয় করেছেন যথাযোগ্য। সামগ্রিকভাবে নাটকটি আবহসঙ্গীতে ছিলেন মিন্টু কোলে ও রাজা দে এবং রূপসজ্জায় ছিলেন দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়।

বিমল মিত্র আকাদেমির তরফে রুমা গুহঠাকুরতা স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ৩ জুন প্রয়াত হয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী গায়িকা রুমা গুহঠাকুরতা। শিল্পীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল 'বিমল মিত্র আকাদেমি'র তরফ থেকে আকাদেমির অডিটোরিয়ামে গত ১৩ জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৬টায়। মূল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি রুমা'র বৈচিত্রময় অভিনয় জীবনকে তুলে ধরলেন। বিশেষ গুরুত্ব দিলেন গঙ্গা, পলাতক, ক্ষণিকের অতিথি, নির্জন সৈকতে, অভিযান, বেনারসী, পঞ্চশর প্রভৃতি ছবিগুলি নিয়ে। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে 'বেনারসী' ছবিটি নির্মিত হয়েছিল। বক্তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরলেন। তিনি রুমার সঙ্গে কাজ করেছিলেন 'বিধিলিপি' ছবিতে। সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। সে ছবিতে তাঁরা মা ও ছেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শিল্পী অবশেষে শোনালেন রুমার গাওয়া দুটি গান। গান দুটি হল 'মন যে আমার কেমন কেমন করে' (পলাতক ছবির), 'গঙ্গা বইছো কেন' (গণসঙ্গীত)। দর্শকেরা মুগ্ধ হলেন শিল্পী বক্তব্যে ও গানে।

হুগলি মা মিশনে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

মলয় সুর, চুঁচুড়া : উল্টো রথের দিনই হুগলির মা মিশন আশ্রমে অভিনব এক মেলা হল। এই মেলায় পাঁপড় ছিল, বাদাম ভাজা ছিল, ছিল প্রচুর জনসমাগম। সঙ্গে আনন্দ উৎসব। এখানে শুধু ছিল না জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথযাত্রা। তবে ছিল রঙ–বেরঙের অসংখ্য ছবি। ক্যানভাস, পেপারে আঁকা অ্যাক্রেলিক, জল রং আর প্যাস্টেলের বিচিত্র মন মোহনী চিত্রকলা। এই চিত্রকলা মেলার কর্মসূচি রাখা হয় সদ্য প্রয়াত এভারেস্ট জয়ী কুন্তল কাঁড়ার স্মরণে সারা বাংলা অঙ্কন প্রতিযোগিতা। এখানে যোগদান করেন বিভিন্ন প্রথম শ্রেণি থেকে সর্ব সাধারণ স্তরের দুই শতাধিক উদীয়মান চিত্র শিল্পীরা। বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ জানা, ব্যাঙ্গালোর ও কলকাতার চিত্রকর বিনোদ চৌধুরী, বিশিষ্ট অঙ্কন শিল্পী তরুণ ব্যানার্জী, রীতা পাল, স্বপন সরকার, সোমেন রায়।

চারটি বিভাগ থাকে। মা মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক বলেন, সারা বছর আমরা এভারেস্ট জয়ী কুন্তল কাঁড়ারের স্মরণে জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান করে যাব। এই ধরনের অঙ্কন প্রতিযোগিতা আগামী ২৩ আগস্ট আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠিত হবে মা মিশন আশ্রমে। এদিন 'গ' বিভাগের (৮–১০০) সেরার সেরা শিল্পী হলেন শর্মিষ্ঠা ঘোষ অন্যদিকে সর্বসাধারণ বিভাগে বিজয়িনী হুগলি উইমেন্স কলেজের ছাত্রী কৌশানী গোস্বামী। এই বিরাট অঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন আশ্রমের ইংরাজী শিক্ষক বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস, বন্দনা বণিক, আশ্রমের ছাত্র বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, দীপাঞ্জন দাস, সানন্দা সাহা, কাকলি দাস, ঝুলন মণ্ডল, নন্দিনী বড়াল, নীল চক্রবর্তী, বুবাই দেবনাথ।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

দুষ্টু মিষ্টি

(প্রভাস চন্দ্র বর্মণের ছড়ার বই / প্রকাশক – সাহিত্য অঙ্গন প্রকাশনী, সোনারপুর, কল–১৫০ / দাম ৫০ টাঃ) –

প্রায় সত্তরটি ছড়া নিয়ে গড়া কবির এই চতুর্থ গ্রন্থ। ছড়াগুলির মধ্যে দুষ্টু মিষ্টি, ছন্দহীন, বাড়াবাড়ি, ধানের গান প্রমুখ ছড়া বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু অধিকাংশ ছড়ার মধ্যে স্বতস্ফূর্ততার অভাব প্রকট। এই বইটির ছড়ার পাঠককুল মূলতঃ শিশু কিশোর। সেখানে ভোটের ছড়া কি ভাবে প্রবেশাধিকার পেল কে জানে। বাড়াবাড়ি ছড়াতে প্রেম বাড়ে নাগরের লাইন–টি শালীনতার গণ্ডী পেরিয়ে গিয়েছে, শিশু–কিশোরদের পক্ষে তো বটেই। ছন্দে ছড়া ছড়াটিতেও এই ধরণের অবাঞ্ছিত শব্দেরা ঢুকে পড়েছে, খুন করে ঘাতককে কিংবা বিনা প্ররোচনাতে পাক মাতে রণেতে – ছোটদের পাঠ্যে ঠাঁই না পেলেই মঙ্গল। ছড়ার সঙ্গে রয়েছে রেখাচিত্র। মোটামুটি মানিয়ে গিয়েছে সেগুলি। প্রচ্ছদ রুচিপূর্ণ, ছাপাও পরিচ্ছন্ন।

মিমি কুট্টুস ও বাবুসোনা

(ড.বলাইচাঁদ হালদারের ছোটদের জন্য লেখা গল্পের বই / প্রকাশক – পল্লব কু সরকার, ডায়মণ্ডহারবার / দাম ১২০ টাকা) – দক্ষিণ বাংলার উপভাষা চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম ড. বলাইচাঁদ হালদার। একাধিক প্রবন্ধ, গল্প ও ছড়া গ্রন্থের প্রণেতা এই বইটিতে ছোট ছোট নাতি–নাতনীদের সঙ্গে কাটানো নানা রঙের মুহূর্তগুলিকে লিপি বদ্ধ করেছেন, তা হয়তো সবক্ষেত্রে নিটোল গল্প হয়ে ওঠেনি, কিন্তু পিতামহের কাছ থেকে বাতসল্যের ফল্গুধারায় সে সব ঘটনা স্মৃতিপটে সাক্ষী হয়ে থাকল। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন, জেলার মানুষদের কাছে তা বাড়তি প্রীতির কারণ হবে। ঝাঁঝর গল্পটি আলাদা ভাবে মন কেড়ে নেয়। দেশ ও বিদেশের নানা ভ্রমণ কাহিনীও এই স্মৃতি–চর্চায় ঢুকে পড়েছে, যা পাঠকদের উপরি পাওনা। বইটির নির্মাণ বৈচিত্রে প্রথমেই পাঠকদের আগ্রহের সৃষ্টি করে। প্রচ্ছদ–চিত্রণ মজাদার। ছাপা ও সামগ্রিক নির্মাণে পারিপাট্যের ছাপ।

এখন অবসরে আছি

(জয়ন্ত দত্তের কাব্য গ্রন্থ / লেখালিখি প্রকাশন, কল–৮৪ / ১০০ টাঃ) – জয়ন্ত দত্তের এটি চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। প্রায় সত্তরটি কবিতার সম্ভার এই গ্রন্থে। আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলিতে জীবনের সায়াহ্নের দিনগুলির মুখোমুখি হওয়ার কথা বারে বারে ফুটে উঠেছে। সময়ের সাথে সাথে লেখক কি বিশ্রাম–প্রত্যাশী ! কিন্তু কবির কলমের অবসর নেওয়ার জো নেই। কবিতা যাঁদের প্রাণ–বায়ু, তাঁদের অসর কোথায় ! লেখকের স্পষ্ট উপলব্ধি, প্রতি রাতে ক্ষয়ে গেছে নিঃশব্দে আমার বয়স / ...এই ভাবে কখন একদিন বুড়ো হয়ে গেলাম (আত্মবোধ)। অস্তিত্ব প্রমাণ কবিতায় কবি বলেছেন, কেউ কি আছে, আগের মতন বিশ্বাসী স্বজন / যাকে আমি দিয়ে যাব এই সংসারের গুরুতর ভার ..। জীবনের প্রতি পরম মমতায় কবি বলেছেন, হে প্রেম অমল স্নিগ্ধতা নিয়ে / মানুষকে এখন পরমায়ু দাও (জীবন সংগীত)। পাতায় পাতায় জীবনের জয়গান, মৃত্যুভয়ের উঁকিঝুঁকি–কে ঠেলে সরিয়ে রাখার সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করার মত। কয়েকটি কবিতা কিছুটা ম্লান, কিছুটা বা হতাশাগ্রস্থ। তবু সব মিলিয়ে বইটিকে পাঠক উপেক্ষা করতে পারবেন না।

পরের চরকা

রণজিত কুমার সরকার

ও ভাই লাবণী, ছেলে তোমার ছিল আজ্ঞাবহ,
বিয়ের পরেই বদলে গেল !
সত্যি কি না ভাই, বলেই ফেল আজ।
বুঝেছি, আজকে তোমার নেই অন্য কাজ,
জেনে রাখো, ছেলে কখনও বদলায় না,
ছেলে ছেলেই থাকে, মাকে মা বলেই ডাকে –
কেন ভাই বাদলী দিদি, ভারি করছ আমার কান
নিজের চরকায় তেল না দিয়ে, পরের চরকায় টান !
কোন মিছে ঘোলা করছ জল
আমাকে ওরা তাড়িয়ে দিলেও,
আমি চাইব ওদের মঙ্গল।
বুঝলাম লাবণী, তাজ্জব প্রমীলা তুমি
ধন্য তোমার সহ্যগুণ, বুকে পুষে দুখের আগুন
হাসিমুখে কাটাও দিন, ধন্য বঙ্গ ভূমি।
(কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর)

ছন্দে ফেরেনি প্রেম

ভীম ঘোষ

মাতাল মৌমাছির ভিড়ে তুমি
অনুমতি ছিল না প্রবেশের,
তবুও তোমাকে দেখি ওখানে।
দু–চোখে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি,
নানা রঙে বেদনাময় প্রেম।
সীমান্ত রেখায়, সৈনিকের পোষাকে
প্রহরে প্রহরে, পাহারায় তোমাকে দেখি।
সঙ্গীহীন মুখ, ছন্দে ফেরেনি প্রেম
বিষাক্ত লোভে।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

স্মৃতিমালা

ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য

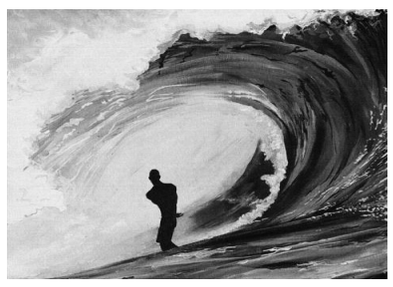

জীবনের স্মৃতিমালা শুকায় না কভু
কখনো উজলি ওঠে, কভু নিবু নিবু।
কত স্মৃতি মায়াভরা, কত স্মৃতি সুখে গড়া –
কত স্মৃতি মনে পড়ে,
ভিজে আসে আঁখি।
কত স্মৃতি মুছে আসে, ভুলে যাই অনায়াসে –
কত স্মৃতি জাগরুক
জীবন অবধি।
সময় এগিয়ে চলে মিলন–বিরহ দোলে
তাই দিয়ে ভরে ওঠে –
স্মৃতি ফুল ডালা
সময়ের গ্রন্থি তারে, গেঁথে নেয় বারে বারে
জীবন সায়াহ্নে থাকে
শুধু স্মৃতি মালা।
(পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা–৯৩)

বিষণ্ণতা

মানস চক্রবর্তী

শুধু এলোমেলো ভাবনাই নয়
একটা গ্লানিও বিবশ করে রেখেছে আমাকে।
হৃদয়ের আদিগন্ত চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে আছে
এক মায়াবী ধূসর আচ্ছন্নতা

আমি আধপোড়া কাঠের মত
ভেসে চলেছি অবিরাম – অবিরত।
নৈরাশ্যের ঘোলাজল আমাকে
গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে, একটু একটু করে।
অথচ আমার তো এ রকম ভাববার কথা নয় !
তবে কি অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙীন মাছগুলির
মতো আমিও ক্রনিক বিষন্নতায় আক্রান্ত !

গতকাল রাতে ভালো ঘুম হয় নি
প্রায়ই হয় না। অনেক রাত অবধি জেগে ছিলাম
ঘড়িতে তখন কটা দেখিনি।
অথচ আমার তো এরকম হবার কথা নয় !
তবে কি খাঁচায় বন্দী সবুজ টিয়াটির মতো
আমিও ভেতর ভেতর ধূসর হয়ে উঠছি ?
(উত্তর বাওয়ালী, দঃ২৪ পরগণা)

কাকে বেশী প্রয়োজন

শিবনাথ মণ্ডল

দানাপানির দাম কমেছে, সোনার দাম বেশী
সবার মুখে একই কথা আট থেকে আশী
সোনার গয়না পরলে সবার মনে জাগে খুশী
যারা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের নাম নেই
খিদের জ্বালায় যখন জ্বলে পেট, দেহটা দুর্বল
সোনার তখন কি দাম আছে,
বাঁচিয়ে রাখে সবার শরীর চাষের সোনার ফসল
সোনার চেয়েও দরকারী তাই খাদ্য এবং জল।
(কবড়া, পাঁচপাড়া, হুগলী – ৭১২ ৫০১)

অপরূপ বৃষ্টি

কানন পোড়ে

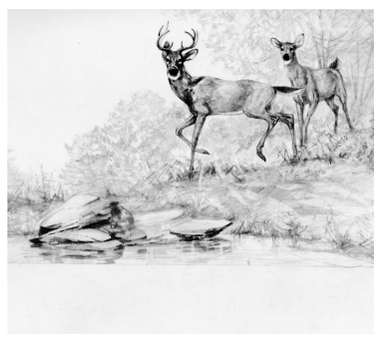

এসো এসো বৃষ্টি
কত প্রাণের কর অপরূপ সৃষ্টি
আঁকছ কত রং বাহারী গীতি
কত ঘরে সুকুমারীর প্রীতি।
নুপুর তালে বৃষ্টির অনুপম ছন্দ
কবি লেখে কবিতা পরমানন্দ।
পাতায় পাতায় রূপালী ফোঁটার বৃষ্টি
পাখীদের কষ্টে কাটছে দিনরাত
ফুটপাথবাসীদের দু চোখে নেই ঘুম
সূর্যিমামা দেয় নি স্নেহের চুম
বন্যায় ভাঙছে কত বাড়ী ঘর
জীবজন্তুরা শুধু গুণছে প্রহর
তবুও আসুক নেমে প্রাণধারা বৃষ্টি
মায়ের কোলে শিশুর হাসি যেমন লাগে মিষ্টি
(কন্যানগর, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

বাদল–বেলা

শর্মিষ্ঠা মাজী

মেঘের সাথে মেঘের আলিঙ্গন
আকাশ আজ ঘন অন্ধকার
বাতাসে বইছে হিংসার গন্ধ,
মেঠো পথে স্বজনের রক্ত
তবু বঁচে থাকা
এক পা আগে এক পা পিছে
বাতাসে উড়ছে ভয়
কখন কার হয় পরাজয়
চারিদিকে মেঘের আনাগোনা
বুকের ভেতর জমে কত বেদনা
তবু বন্ধুত্ব উঠুক ফুটে
সম্পর্কের মেঘ যাক্ কেটে।
(বাঘা যতীন, কলকাতা–700 032)

ইলিশের ছবি

সন্ধ্যা ধাড়া

কাশফুল ফোটে, ফুটেছিল
আগের মত হয় কিম্বা নয়।
কাগজে রূপালি ইলিশের ছবি
থালাভরা জল ভরা সন্দেশ
প্রতিদিন আলাদা হয়েও যেন এক
তবুও মানুষ আর দেশ নিয়ে ভাবছে সবাই।
(ইছাপুর, উঃ২৪ পরগণা–৭৪৩১৪৪)

বৃষ্টি পড়ে

প্রবীর জানা

বৃষ্টি পড়ে পাতায় পাতায় সকাল বিকাল দুপুর
বৃষ্টি নাচে ঘরের চালে বাজায় যেন নূপুর
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর রিমঝিমঝিম কখন
বৃষ্টি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁধন হাতা তখন
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমঝম্ বন্যা তুফান আসে
বৃষ্টি পড়ে একটা দুটো সূর্য দেখে হাসে
ঝরছে ফোঁটা একটা দুটো নেয় শুষে রোদ তাকে
মেঘেরা ফের সূর্য ঢাকে বৃষ্টি নামে ঝাঁকে।
(বাঁশধনী, কলকাতা–৭০)

নিমন্ত্রণ

প্রিয়াঙ্কা ব্যানার্জী

নিমন্ত্রণে আসে সবাই
সুখের দুখের সমাবেশ
ফুলের বাহার, উপহার
ভরিয়ে দেয় মনের দেশ
মাঝে মাঝে একলা আমি
কারে যে দেয় নিমন্ত্রণ
আশা করে কাদের তরে
সন্ধানে কোন গুপ্তধন
সময়ের স্রোতে পার হয়ে যায়
সাদা কালোর নকশা কাটা
আয়োজন আড়ম্বর বিনা
সজ্জিত তারার মালায় গাঁথা
সেদিনের ডাকে সাড়া দিতে
প্রস্তুত সেই আপনজল
পুরোনো ওই খামে মোড়া
হাসে আমার নিমন্ত্রণ।
(রামকৃষ্ণনগর, গড়িয়া, কলকাতা–153)

মুখোমুখি ওরা দু জন

নিত্যানন্দ দাস

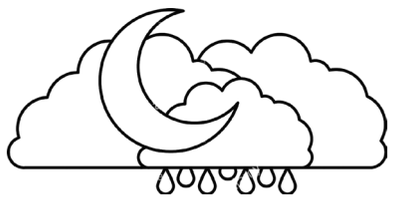

মুখোমুখি ওরা দু জন বসে আছে
জীবনের শেষ প্রান্তে
টেবিলে রাখা চা কখন যেন জুড়িয়ে গেছে
পশ্চিমের জানালাটা খোলা, আসে বসন্ত বাতাস
পড়ন্ত রোদে সন্ধ্যায় উঁকি দেয় ডুবন্ত সূর্য

পুরোনো স্মৃতি কথা মনের চারদিকে হাঁটে
ঝাপসা চোখে ওরা দুজন পরস্পর তাকায়
হয়ত ফেলে আসা দিনের কিছু
খুঁজে পেতে চায়, ঘটনা প্রবাহ হেঁটে চলে
ঠিকমতো ধরা যায় না, মননের আয়নায়
চাওয়া পাওয়ার হিসেব মেলাতে কিছু
কথা তো থেকেই যায়, অন্ধকার আর নিস্তব্ধতায়

একমাত্র ছেলে থাকে বিদেশে
তবুও মুখোমুখি ওরা দুজনে
আরও আরও বাঁচতে চায়।
(সালকিয়া, হাওড়া)

অণু গল্প

হোয়াটস্ অ্যাপ সাহিত্য

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

–কী রে, সকালে তোকে সুপ্রভাত জানালাম, এখনো পাস নি ?
–যা গরম, মনে হয় এসি মেট্রো পায় নি এখনো।
–তা যা বলেছিস্ !
(বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর)

অণু গল্প

চা টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে

শৌভিক গাঙ্গুলী

– হারুর মা, নীচের ঘরটা ভালো করে মুছে দিস্, ছেলেটা সারাদিন পরে এসে শোবে।
– মিমি, গ্যাসটা দেখিস্, চায়ের জলটা ফুটে গেছে
– এই চিংকু ছাদে যাস্ না রে, খুব রোদ, দেখেছো, ওরে দাঁড়া, পায়ে ব্যাথা আমি কি দৌড়তে পারি ?

দোতলার ব্যালকনি থেকে দেখছিলেন দাস গিন্নী। গাঙ্গুলীদের রান্নাঘর থেকে নানা লোভনীয় গন্ধে জিভে জল এসে যেত। ও গার্গী বৌদি, বলছি আজ গেস্টরা সব আসবে, ওরা ধনিয়া চিকেন খাবে বলছে, তুমি একটু রেসিপিটা বলো না। আরে কিছুই না, শোন্ মাংসটা ভালো করে পরিস্কার করে প্রথমেই বেশ কিছুটা পাতিলেবুর রস আর টক দই দিয়ে মেখে রাখবি। তারপর ....। একতলার জানালাগুলো জুড়ে আগাছারা বাসা বেঁধেছে, পিছনের দেওয়াল ফুঁড়েবেরিয়ে আস্তে আস্তে দখল নিয়ে কলোনি বসিয়েছে অশ্বত্থের পরিবার। মেইন গেটের তালায় মরচে। গার্গী বৌদি মারা যাবার পর, ওর বড়ছেলে বৌ আর ছেলেকে নিয়ে কোথায় উঠে গিয়েছে। গাঙ্গুলীদের ছোট ছেলেটা অনেকদিন ধরেই নিখোঁজ। গার্গী বৌদির গলা আর শোনা যায় না, ওর হাতের সুস্বাদু রান্নার গন্ধও আর নেই। দাসবাবু চলে গেছেন বেশ কয়েক বছর। ওলি, একমাত্র মেয়ে, বিয়ের পর হায়দ্রাবাদে থাকে। বিশাল এই বাড়ীতে দাস গিন্নী একা। ছবিদি দুবেলা কাজ করে দিয়ে যায়, রান্নাটাও। গাঙ্গুলীদের বাড়ী আর দাস গিন্নী একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। কখনো মুচকি হেসে বলে মনে পড়ে ? ভোলা কি যায় ! ফিকে হয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে, দরজায় কড়া নেড়ে যায় এক একটা দিন। কখনো জানালা খুলে সেইসব চেনামুখ। আসলে সূর্য ডোবার পরেও কিছুটা আলো থাকে, দেখা যায় তবে শোনা যায় না। পাশে নামিয়ে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন এ বাড়ীর দাস গিন্নী, এ মা চা টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে !

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ওস্তাদের মার শেষ রাতে ফর্মুলায় বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড

অরিঞ্জয় মিত্র

অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে শেষ হল এবারের বিশ্বকাপ। বিশ্বজয়ী হল ইংল্যান্ড। কিন্তু মানুষের মন জিতল নিউজিল্যান্ড। এমন টানটান উত্তেজনার মধ্যে সমাপ্তি হল দুনিয়ার সেরা এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল যা দীর্ঘদিন মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নেবে। নিউজিল্যান্ডের ২৪১ টপকে যে ইংল্যান্ড ম্যাচ জিততে পারে এমন ধারনা করেনি কেউই। স্টোকসের ব্যাটে ভর করে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেও শেষরক্ষা হল না। ২৪১ রানেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস। ফলে ফাইনাল চলে যায় ট্রাইবেকারে। বিশ্বকাপের এই অভূতপূর্ব ইতিহাস ঘটানো টাইতে জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় ইংল্যান্ড। যদিও ১ ওভারে ইংল্যান্ডের ১৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ডও করে সেই ১৫ ই। কিন্তু এক ওভারে বেশি বাউন্ডারির মারার সুবাদে বিশ্বজয়ীর তকমা পেয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। এই ভগ্নাংশের ব্যবধানে ইংল্যান্ডের জয় কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ক্রীড়ামোদীরা। তাঁদের কাছে তাই নৈতিক জয়ী হিসেবে কিউয়িরাই স্বীকৃতি পাচ্ছে। তার ওপর যেভাবে ম্যাচের শেষ ওভারে অতিরিক্ত রান বাবদ ৬ রান আদায় করে ইংল্যান্ড তাও ঠিক মেনে নিতে পারছে না ক্রিকেটপ্রেমীরা। যদিও স্টোকসের দাবি অনিচ্ছাকৃতভাবেই তার ব্যাটে বল লেগে বাউন্ডারি হয়ে যায়। কিন্তু পালটা অভিযোগ স্টোকস ইচ্ছাকৃতভাবেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। খ্যাতনামা আম্পায়ার সাইমন টাফেল বলেছেন, ওইক্ষেত্রে পপিং ক্রিজে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেন নি স্টোকস।

সুতরাং রান হওয়া উচিত ৫। অতিরিক্ত একটা রান পেয়েই ইংল্যান্ড এগিয়ে যায়। না হলে নিশ্চিতভাবে নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত। প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। যদিও এই নির্বাচন নিয়ে বিতর্কও দানা বেঁধেছে ব্যাপক। অনেকেই মনে করছেন ব্যাট ও বল হাতে যুগ্ম সাফল্যের জন্য প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট বাছা উচিত ছিল বাংলাদেশি তারকা সাকিবুল-হাসানকে।যদিও এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তকেই মেনে নেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। তবে আপশোসটা নিশ্চিতভাবে থেকে যাবে।

অনেকটা রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গিতে ইংরেজ ক্রিকেট লিখিয়ে থেকে সমর্থক বলছেন, 'হয় এবার নয় নেভার'। সত্যি বলতে ক্রিকেটের গর্ভগৃহে এখনও পর্যন্ত একটাও বিশ্বকাপ নেই এটা ইংরেজরা কিছুতেই মানতে পারতেন না। ঘরের মাঠে তাই একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার মতো মনোভাব তাদের। এই মুহূর্তে ইংল্যান্ড দলটি যথেষ্ট ভালো খেলছে। বিশেষ করে একদিনের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতকে পিছনে ফেলে তারা এখন নম্বর ওয়ান। সেই র‍্যাঙ্কিংকে কাগজে কলমে আবদ্ধ না রেখে সত্যি সত্যি বাস্তব করতে বদ্ধপরিকর টিম ইংল্যান্ড। অধিনায়ক মর্গ্যান, উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বেয়ারস্টো, মারকাটারি দামাল ব্যাটসম্যান জস বাটলার (যাকে এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের ম্যাচ উইনার ধরা হচ্ছে) জো রুট, বেন স্টোকস, মইন আলি, আদিল রশিদ, ক্রিস ওকস, মার্ক উড, আর্চার, টম কারেন, লিয়াম প্ল্যাঙ্কেটরা তৈরিও হয়েছেন বড় কিছু করে দেখানোর জন্য। প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ডও কি বোলিং আর কি ব্যাটিং কোনওতেই কম যাচ্ছিল না। অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বও নজর কাড়ছে সবরকমভাবে।

ভারতীয় দলের মধ্যেও আগামী বেশ কিছুদিন চলবে নানা উথালপাতাল। কারণ, টিম নিয়ে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কাঁটাছেড়ার অভিযোগ উঠছে সবদিক থেকে। এ ব্যাপারে ম্যানেজমেন্ট-এর একের পর এক সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে গিয়েছে। যা বিশ্বকাপ এগনোর সঙ্গে সঙ্গে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে। যথারীতি এর জন্য মূলত দায়ী করা হচ্ছে অধিনায়ক কোহলি ও হেড কোচ রবি শাস্ত্রীকে। দলে পরিবর্তনের ঝড়ও উঠছে চারদিক থেকে। কেউ কেউ বলছেন অবিলম্বে বিরাটকে সরিয়ে রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক করতে। অন্যদিকে রবি শাস্ত্রীকে হঠানোর দাবিও প্রবল হয়ে উঠছে। সব মিলিয়ে আগামী ক্যারিবিয়ান সফরের আগেই বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। উল্লেখ, একসময় ভারতীয় দলের হেড কোচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল অনিল কুম্বলেকে। কিন্তু বিরাটের সঙ্গে প্রবল মতানৈক্যের জেরে কুম্বলেকে সরতে হয়। বিরাটের ইচ্ছাতেই এই পদে আসেন রবি শাস্ত্রী। এত কিছু সত্ত্বেও বিশ্বকাপে খারাপ পারফরমেন্সের জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই বিরাট-শাস্ত্রী জুটিকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। শাস্ত্রীর বিদায় যে আসন্ন তা পরিস্কার। তাঁর সঙ্গেই তাঁর সহায়তাকারী ব্যাটিং কোচ, বোলিং কোচ ও ফিল্ডিং কোচ সবেতেই রদবদলের সম্ভাবনা প্রবল। বিদেশি কাউকে কোচ হিসেবে দেখলেও অবাক হতে হবে না বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে আইসিসি অনুমোদিত কোনও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ থেকেই যে কোচ বেছে নেওয়া হবে তা জানা গিয়েছে। এখন দেখার সেই কোচ জন রাইট বা গ্যারি কার্স্টেনের মতো দক্ষ কেউ আসছেন কিনা? একমাত্র তবেই ভারতীয় দল ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারবে।

টুর্নামেন্ট এগনোর সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ইংল্যান্ড। একইভাবে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াও তাদের পজিশন দারুণ জায়গায় উন্নীত করেছে। বিশ্বকাপে নবাগত আফগানিস্তান আপাতত কোনও ইন্দ্রপতন ঘটাতে পারে কিনা সেদিকে নজর ছিল পুরো ক্রিকেট দুনিয়ার। যদিও মনে হচ্ছে না আফগানিস্তান দারুণ হতাশ করেছে। উল্লেখ্য, এশিয়ার ৩টি দেশ ৪ বার বিশ্বকাপ দখল করেছে। এর মধ্যে ভারত ২ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান একবার করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ৫ বার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ বার কাপ ঘরে তুলেছে। ক্রিকেটের উদ্ভাবক দেশ ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা একবারও জিততে পারেনি বিশ্বের এই সেরা টুর্নামেন্ট। ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছে ৩ বার। কিন্তু ৩ বারই তাঁদের ফিরতে হয়েছে ব্যর্থ মনোরথে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে অস্ট্রেলিয়া ৭ বার বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছে। তার মধ্যে ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অজিরা। এতদিনে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়ে তাই ইংল্যান্ডজুড়ে এখন খুশির হাওয়া।

১৯৭৫-এ প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্যারিবিয়ানদের কাছে হারতে হয়েছিল তৎকালীন ইয়ান চ্যাপেলের নেতৃত্বাধীন ক্যাঙ্গারু বাহিনীকে। ১৯৮৭ সালে চতুর্থ বিশ্বকাপে নিজেদের জয়ের ধ্বজার সর্বপ্রথম ওড়ায় অস্ট্রেলিয়া। অ্যালান বর্ডারের দলের কাছে ফাইনালে হারতে হয়েছিল মাইক গ্যাটিংয়ের ইংল্যান্ডকে। ১৯৯৯ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া ফের মৌরসিপাট্টা দেখাতে শুরু করে বিশ্ব ক্রিকেটে। ফলস্বরূপ ১৯৯৯, ২০০৩ আর ২০০৭ টানা তিনবার বিশ্বজয়ীর স্বীকৃতি পায় ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীরা। স্টিভ ওয়া, রিকি পন্টিংয়ের দক্ষ নেতৃত্ব, শেন ওয়ার্নের দুরন্ত বোলিং সেসময় অজিদের গ্রাফ তুঙ্গে তুলে ধরেছিল। অস্ট্রেলিয়ার এই ত্রিমুকুটের মধ্যেই একটা লড়াই ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেও। সৌরভ গঙ্গোপাধায়ের দলকে সেই ফাইনালে একতরফা খেলে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ ২৮ বছর পর ভারত ২০১১ তে বিশ্বকাপ জিতলেও ২০১৫ তে ফের ঘরের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয় অজিরা। মাইকেল ক্লার্কের নেতৃত্বে বিশ্বজয়ী হয়ে শুধু ৫ বার জেতার রেকর্ড নয়, বিগত ৫ বারে ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে অস্ট্রেলিয়া যেন প্রমাণ করেছে তারাই ক্রিকেট দুনিয়ার মসিহা। তবে অজিদের চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো সবথেকে বড় শক্তি মনে করা হচ্ছিল নিঃসন্দেহে বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়াকে। গ্রুপ লিগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এমনিতেই অ্যাডভান্টেজ পেয়েছিল ভারত। গ্রুপ লিগে অজিদের কাছে হারলেও সেমিফাইনালে যেভাবে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দেয় তাতে মনে করা হচ্ছিল চ্যাম্পিয়নের শিরোপা সম্ভবত আয়োজক দেশই পাবে। যদিও ভারতের মতো শক্তিশালী দেশকে অপর সেমিফাইনালে হারিয়ে বিশ্বজয়ের জোরদার দাবিদার হয়ে ওঠে নিউজিল্যান্ড। শেষ পর্যন্ত যার দ্য এন্ড হয় চূড়ান্ত উত্তেজনাকর এক ফাইনালের মধ্যে দিয়ে। যদিও যার শেষ ভালো তার সব ভালো বলে প্রবাদকে সত্যি করে এবারের এই অভিযান সফল হল ইংরেজদের। ফুটবল বিশ্বকাপটা জেতা সেই কবেই ১৯৬৬ তে। আর ক্রিকেট বিশ্বকাপের ৪৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পাওয়া সব মিলিয়ে ইংল্যান্ড এখন খুশির দোলায়।

গাভাসকার-শচীনদের পরম্পরাতেই উজ্জ্বল বিরাট

রবীন বিশ্বাস : একটা সময় ভারতীয় ক্রিকেট আন্দোলিত হত সানি গাভাসকারকে নিয়ে। সুনীলের যাবতীয় কিছুই যে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। সানি গাভাসকার প্রথম ভারতের হয়ে দশ হাজার রানের মাইলস্টোন পার করেন। বলাবাহুল্য বিশ্ব ক্রিকেটেও তিনি ছিলেন প্রথম দশ হাজারি। তখন মনে হত গাভাসকারের রেকর্ড বোধহয় আর ভাঙবে না। অথচ সেই রেকর্ড তো ভাঙলই শচীন আসার পর ক্রিকেট মঞ্চে আরও অনেক তারকার আগমন হল। এদের মধ্যে ভারতের রাহুল দ্রাবিড়, অস্ট্রেলিয় মার্ক ও, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারার নাম উল্লেখ করতেই হবে। তাও শেষপর্যন্ত দেখা গেল ধারাবাহিকতায় এবং নিজের ক্রিকেট ইনিংসকে দীর্ঘায়িত করায় শচীনের জুড়ি মেলা ভার। যথারীতি রেকর্ডের ঝুড়ি নিয়ে ক্রিকেট মঞ্চ ছাড়লেন মাস্টার ব্লাস্টার। এর প্রেক্ষাপটেই বিরাটের বিশাল পদচারণা শুরু হয়ে গেল।

খেলাধূলার জগতে নানাসময়েই আবির্ভাব ঘটে নতুন নতুন তারকার। পুরনোদের সঙ্গে নয়াদের তুলনা টানার একটা প্রয়াসও তখন চোখে পড়তে শুরু করে। ক্রিকেট যথারীতি তার ব্যতিক্রম নয়। আর ক্রিকেটের বাইশ গজে যেভাবে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করে দিয়েছেন বিরাট কোহলি তাতে সেরার সেরা হিসেবে এখন থেকেই তাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেটের যুগপুরুষ বা সুপার হিরো যাকে আমরা বানিয়ে রেখেছি সেই শচীনের সিংহাসনই নাকিএখন এই বিরাটের হাতে টলমল।মিডিয়া তথা গোটা ক্রিকেট বিশ্বের একটা বড় অংশ এখন এইকথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আর তার পিছনে যথেষ্ট যুক্তিও রয়েছে। বিশেষ করে ম্যাচের পর ম্যাচ যে ধারাবাহিকতা ব্যাটসম্যান কোহলি দেখাচ্ছেন, রানের ফুলঝুরি তুলছেন তারপর বিরাটকে তো এদেশ কেন সারা ক্রিকেট দুনিয়াই কুর্নিশ করতে বাধ্য। বলা যায় বিরাটের ব্যাট এখন যেভাবে কথা বলছে তার ফলে তার সামনে আর কাউকেই সেভাবে নজরে আসছে না। তাই শচীনের সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই তুলনা চলে এসেছে। যার জবাব হয়তো আর কয়েকবছরের মধ্যেই একেবারে পরিস্কারভাবে পাওয়া যাবে আমাদের হাতের সামনে।

শুধু কী ব্যাটসম্যান বিরাট ক্যাপ্টেন হিসেবেও যেভাবে সামনে থেকে তিনি নেতৃত্বে দিচ্ছেন তা ভারতীয় ক্রিকেটে খুব কমই মিলেছে। ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটকে অনেক কিছু সম্মান এনে দিয়েছেন। তার ব্যাটিং নির্ভরতা বাড়িয়েছে ভারতের মিডল অর্ডারে। ফিনিশার হিসেবে মাহি গোটা ক্রিকেট বিশ্বে সমাদর পেয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি ভালো অধিনায়ক হলেও কোহলির মতো বিরাট মাপের ব্যাটসম্যান নন এটা সবে প্র্যাকটিস করতে শুরু করা বাচ্চা ছেলেও বোঝে। আবার ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শচীন তেন্ডুলকরের সঙ্গে অসাধারণ পার্টনারশিপ রেকর্ড গড়ে তুললেও ব্যাটসম্যান 'গাঙ্গুলি' বিরাটের মানের নন। কোহলি যেভাবে এগোচ্ছেন তাতে তার সামনে এখন একটাই গিরিশৃঙ্গ। যার নাম শচীন তেন্ডুলকর। এই ধারাবাহিকতা যদি আর মাত্র কয়েকটা বছর অব্যাহত রাখতে পারেন কোহলি। যদি না বড় কোনও চোট তার কেরিয়ারকে সংক্ষিপ্ত করে দেয় তবে অনায়াস দক্ষতায় এই শৃঙ্গ তিনি টপকে যাবেন। হয়তো আগামী দিনে বিশাল সব রেকর্ড শিট সম্বলিত তার কেরিয়ার গ্রাফ এমন এক মাইলস্টোন তৈরি করবে যার সামনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

নিজে যেরকম ঠান্ডা মাথায় পুরো ক্রিকেটীয় টেকনিকের সাহায্যে প্রাণবন্ত অধিনায়ক পাশে থাকলে একটা দল যে কিভাবে জেগে উঠতে পারে তার সবথেকে বড় উদাহরণ এখন টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ক্যারিবিয়ানদের হারানো, ঘরের মাঠে কিউইদের তুবড়ে দেওয়া সব চলছে ধারাবাহিকভাবে। সত্যি ভারতীয় ক্রিকেট যেন এক সুবর্ণ যুগে প্রবেশ করেছে। বিরাট নামক কোহিনূর যে দলের মাথা তারা সুবর্ণ কেন হীরক যুগেও আগামীতে পা রাখলে চমকে যাব না মোটেই। ক্রিকেটে বিরাট যুগের হাত ধরেই যেন বিশ্ব ক্রিকেট অঙ্গনে চলছে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা সময়। এই ধারা আপাতত অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কোহলির ক্রিকেটের সবথেকে বড় গুণ বড়জোর দু-তিনটি ইনিংসে ব্যর্থতা আসলেও তা কাটিয়ে নেন অবলীলাক্রমে। তারপর তো শুরু হয় রানের ফোয়ারা। এমনি রান নয়, রীতিমতো শতরান, দ্বিশতরানের মাধ্যমে রানের দামামা বাজান ভারতীয় ক্রিকেটের এই নক্ষত্র। তাই বিশ্বকাপ জয় করতে ব্যর্থ হলেও এবারের টুর্নামেন্টে কোহলির পারফরমেন্স কোনও অংশেই হতাশাজনক নয়। তিনি মার খেয়েছেন অধিনায়কত্বে। যেখানে এখনও মাহি এগিয়ে থাকল তাঁর চেয়ে। কিন্তু আগামী চার বছর পর ভারতের মাটিতে যে বিশ্বকাপ হবে তা জিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার ভরপুর সুযোগ রয়েছে বিরাটের জন্য।

ভারতীয় ফুটবলে মোড় ঘুরছে

প্রদীপ্ত পাল: কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন শ্লাঘা জন্মাত। যা কিছু কেন্দ্রীভূত হত তা ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী', এটাই যেন চালু শ্লোগান হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলে। চিরিচ মিলোভানের কোচিংয়ে ১৯৮৪ সালের নেহরু গোল্ড কাপে শেষবার এতটা প্রত্যয়ী দেখিয়েছিল ভারতীয় দলকে। সেসময়ের অখ্যাত মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, বিদেশ বোসেদের আন্তর্জাতিক পরিচিতি ঘটিয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। এখন ভারতীয় ফুটবলের নয়া হেডমাস্টার ইগর স্টিমিচের দায়িত্ব সেই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত যুব বিশ্বকাপ বুঝিয়ে দিয়েছে এদের ওপর ভরসা রাখলে আগামীতে ভালো রিটার্ন সম্ভব। অনূর্দ্ধ ১৭-র ভারতীয় ফুটবলাররা প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাঁদের লড়াই কোনও অংশে কম নয়। এই দলটাকে যদি আগামী ৪-৫ বছর ধরে রাখা যায় তবে এরাই অনেক কামাল করে দেখাবে। প্রথম ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারত ০-৩ গোলে হেরেছিল। কিন্তু তাঁদের লড়াইয়ের কথা কাশ্মীর-কন্যাকুমারী হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। দুনিয়ার তামাম ফুটবল বোদ্ধাদের বোঝানো গেছে ভারতও ফুটবলটা খেলতে জানে। কারণ এত কোটি মানুষের দেশ ফুটবলে কেন এত পিছিয়ে তা নিয়ে একটা অনবরত চর্চা একরকম কুড়ে কুড়ে খায় এদেশের ফুটবলপ্রেমীদের। ভারত তাদের আবির্ভাবে বুঝিয়ে দিল শুধুমাত্র সংগঠক দেশ হিসেবে নয়, যোগ্যতার নিরিখেই তারা এই টুর্নামেন্ট খেলছেন। মার্কিনি ব্রিগেডের সঙ্গে ভারতীয়দের লড়াই যেমন সবার চোখ টাটিয়েছিল তেমনই ঠিক তার পরের ম্যাচে লাতিন আমেরিকার শক্তিশালী দল কলম্বিয়ার সঙ্গে যেভাবে জুঝল টিম ইন্ডিয়া তা নিশ্চিতভাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। বিশ্বকাপ পর্বে এই প্রথম কোনও ভারতীয়র গোলের অভিষেকও ঘটল এদিন। বস্তুত ০-১ পিছিয়ে পড়ার পর ৮২ মিনিটে কর্নার থেকে সমতা ফিরিয়ে জ্যাকসন আশার আলো জ্বালিয়েছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য সেই আশা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরমুহূর্তেই ফের পালটা গোল করে জিতে যায় কলম্বিয়া। কিন্তু ভারতের মতো ফুটবলে বামন দেশ যেভাবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার সঙ্গে টক্কর দেওয়া কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে লড়ল তা স্মৃতির ক্যানভাসে ধরা থাকবে প্রত্যেকেরই। ভারতীয় ব্রিগেডে এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই মিলেছে রহিম আলি ও অভিজিত সরকারের। বাকিদের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেশি। তাঁদের মধ্যে আবার দাপট বেশি মণিপুরের। এছাড়া মিজোরাম ও সিকিমের প্রতিনিধিত্বও আছে। বহুদিন পর এই যুব ভারতীয় দলে পাঞ্জাব কেশরীর সংখ্যাও ভালো। এর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংমিশ্রণে এক অদম্য স্পিরিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুরো দলের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের তারা হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য।

এই মুহূর্তে ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে বেশ কিছু অন্তরায় থাকলেও ইতিবাচক দিক হিসাবে আইএসএলের উত্থানকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। আইএসএলের জন্য নামিদামি বিদেশিদের সঙ্গে খেলার যে অভ্যেস গড়ে উঠছে তা সবল করে তুলছে এদেশের ফুটবলারদের। জড়তা কাটছে, যুঝবার ক্ষমতা বাড়ছে। মোটের ওপর আন্তর্জাতিক করে তুলছে ভারতীয় ফুটবলকে। সাবালক হচ্ছেন আগামীর তারকারা। তাও এখনও বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা চোখে পড়ছে তা দ্রুত মেরামত করতে না পারলে অসুখ বেড়ে যেতেই পারে। সেদিক থেকে দেখতে হলে এই মুহূর্তে সবার আগে ভারতীয় ফুটবলের এক খাতে বওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য মোহন-ইস্টের আইএসএলে শামিল হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এর ফলে ভারতীয় ফুটবল কিছুতেই পরিপূর্ণতা পাবে না।

শেষ হল ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে শেষ হল উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে এক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। শুক্রবার বাসন্তী ব্লকের বড়িয়া সার্বজনীন রথযাত্রা কমিটির আয়োজনে বড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে প্রথম বর্ষের আট দলের নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দুলাল চন্দ্র মাহাতো। অন্যান্য বিশিষ্টের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী সীতারাম সরদার, প্রদীপ মাহাতো, তারক সরদার, আদিত্য সরদার, রতিকান্ত সরদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। শনিবার বিকালে উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১০ নম্বর সৎসঙ্গ কে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় বড়িয়া বিবেকানন্দ সেবা সমিতি। টুর্ণামেন্টে ৩ টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান জয়ী দলের সৌমেন মন্ডল।

উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক স্তরে ডানা কাপ খেলতে সুদূর ডেনমার্কে গিয়েছিলেন বাসন্তী রাজেশ সরদার। এদিন নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাজেশ সরদারের অনবদ্য কিপিংয়ের জন্য জয়ী হয় বড়িয়া বিবেকানন্দ সেবাসমিতি। বিবেকানন্দ সেবাসমিতির কর্ণধার কালিপদ সরদার বলেন সুন্দরবনের বাসন্তী তথা ভারতবর্ষের গর্ব রাজেশ সরদার। সেই রাজেশ সরদারের অনবদ্য কিপিংয়ের জন্য আমরা এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য উৎসুক প্রচুর ফুটবল প্রেমীর উপস্থিত ছিল নজরকাড়া।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com